JESUS REDEEMS MINISTRIES

যুব প্রবণতা

এপ্রিল ২০২৫

পৃথিবীর সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়েছে, গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করা যথেষ্ট হয়েছে; এখন থেকে এটা শুধু

ক্রশ এবং আমি

খ্রীষ্টের অবিচল শিষ্য!

এই মাসে, আমরা প্রেরিত যোহনের জীবনের প্রতি আলোকপাত করব, একজন অবিচল শিষ্য যিনি খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর ভক্তিতে অটল ছিলেন। যীশুর সাথে তার গভীর এবং ঘনিষ্ঠ সহভাগিতা তাকে তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিশ্বাসে অটল করে রেখেছিল। তিনি এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বেঁচে ছিলেন যে "আমাদের সহভাগিতা পিতার সাথে এবং তাঁর পুত্র, যীশু খ্রীষ্টের সাথে" (১যোহন ১:৩-১০)।t

খ্রিষ্টের সাথে যোহনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অসাধারণ-স্বাভাবিক তিনি প্রিয় শিষ্য হিসাবে পরিচিত ছিলেন। নিস্তারপর্বের সময়ে তিনি যীশুর বুকে হেলান দিয়েছিলেন, যা তাঁর গভীর ঘনিষ্ঠতার প্রতীক (যোহন ১৩:২৩)। যখন খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, তখন যোহন ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর যন্ত্রণার সাক্ষী ছিলেন (যোহন ১৯:২৬)। সেই মুহূর্তটি, যা তার হৃদয়ে গেঁথে আছে, তা কখনই ভোলা যায় না। যদি কেবলমাত্র খ্রীষ্টের দুঃখভোগ সম্পর্কে জানা আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করে, তবে এটি তাকে আরও কতটা না আলোড়িত করেছিল, যা তিনি, তার চোখের সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

শুধুমাত্র খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসাই আমাদের শেষ পর্যন্ত স্থির রাখতে পারে। আমাদের ব্যক্তিগত দৃঢ়সংকল্প এবং ক্ষণিকের অনুভূতি নড়বড়ে করতে পারে, কিন্তু যীশুর প্রতি ভালবাসায় গড়া হৃদয় অটল থাকবে । খ্রীষ্টের প্রতি যোহনের ভালবাসা এমনকি তার নির্বাসনের স্থানকে রূপান্তরিত করেছিল-একটি কারাগার তাকে ভেঙে ফেলার অর্থ ছিল-প্রার্থনা এবং ঐশ্বরিক প্রকাশের একটি পবিত্র অভয়ারণ্যে। এ কারণেই ঈশ্বর তাকে প্রকাশিত বাক্য প্রকাশের অর্পণ করেছিলেন।t

আমরাও যেন, শেষ পর্যন্ত, আমাদের ভক্তিতে অটল থেকে খ্রীষ্টের প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে যোহনের মত জীবনযাপন করি। আসুন আমরা গভীরভাবে ধ্যান করি যে প্রেম খ্রীষ্ট আমাদের উপর অর্পণ করেছেন। আমরা যখন তাঁর প্রতি ভালবাসায় বেড়ে উঠব, আমরা তাঁর জন্য দৃঢ় হব...!

ভূমিকা

ক্রশ

আমার প্রিয় যুবক পুত্র/কন্যা,

যীশু খ্রীষ্টের অমূল্য নামে অভিবাদন জানাই !তোমাকে এক আশীর্বাদপূর্ণ এবং আনন্দময় পুনরুত্থানের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি !

আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি তোমার মধ্যে সেই জ্বলন্ত আগ্রহ কে তার সাক্ষী হিসাবে প্রকাশিত করার জন্য এবং তাকে আন্তরিকভাবে সেবা করার জন্য। এটা প্রভুর ইচ্ছা যে অল্পবয়সীরা কেবল বিশ্বাসীই হবে না বরং যীশুর শিষ্য হিসাবেও প্রচুর সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে।

একজন শিষ্য সে নয় যে কেবল নিজের জন্য বেঁচে থাকে, তবে সে, যে তার গুরু (যীশুর মতো) নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে । আজকের সময়ে খ্রিষ্টীয় যুবক ও যুবতীদের মধ্যে অবশ্যই খ্রীষ্টের জন্য যেকোনো কিছু ত্যাগ করার ইচ্ছুক হৃদয় থাকতে হবে। যদিও কয়েকজন আন্তরিকভাবে প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করে, অনেকে প্রজ্জ্বলিত আলোর মতো তাদের স্কুল, কলেজ এবং কর্মক্ষেত্রে জ্বলজ্বল করে, কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হল যে অনেকেরই যীশুর জন্য বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা নেই।

কিছু লোক খ্রিস্টধর্মকে সীমাবদ্ধ করেছে তাদের গলায় ক্রশ পরার মাধ্যমে বা তাদের শরীরে এর প্রতীক আঁকার মাধ্যমে। কিন্তু একজন খ্রিস্টান হওয়া তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর বিষয়- যেটি হলো খ্রীষ্টকে অন্তরে নিয়ে চলা এবং তাঁর জন্য বেঁচে থাকা।

প্রত্যেক তরুণ বিশ্বাসীকে অবশ্যই গভীর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দাঁড়াতে হবে: 'আমি খ্রীষ্টের জন্য একজন সাক্ষী হব ! হেঁটে যাবো মুক্তির নিশ্চয়তায় ! পবিত্র আত্মার শক্তিতে চলার মাধ্যমে আমি আমার স্কুল, কলেজ এবং কর্মক্ষেত্রে খ্রীষ্টকে প্রতিফলিত করে যাব !

যখন যুবকরা এইভাবে খ্রীষ্টকে প্রকাশিত করতে শুরু করবে, তখন তাঁর উপস্থিতি এবং মহিমা তাদের চারপাশকে পূর্ণ করবে। এভাবেই ঈশ্বর শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং তার বাইরেও পুনরুজ্জীবন আনতে চান।

ক্রশে আপনার পরিত্রাণের জন্য যীশু যে মূল্য দিয়েছিলেন তা কখনই ভুলে যাবেন না-এটি বিনা মুল্যে দেওয়া একটি উপহার, যার অর্থ বিনা মুল্যে বিতরণ করা। সাহসের সাথে ঘোষণা করতে দ্বিধা করবেন না যে আপনার ত্রাণকর্তা আপনার জন্য মারা গেছেন, আবার পুনরুত্থিত হয়েছেন, এবং আজ বেঁচে আছেন ! আমরা একবার অনন্ত ধ্বংসের জন্য নির্ধারিত ছিলাম, কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের উদ্ধার করার জন্য তাঁর নিজের রক্তপাত করেছিলেন।

আমার প্রিয় যুবক/যুবতী

ক্রশের শক্তি কখনও ভুলবেন না !

যীশু আপনার জন্য যে রক্তপাত করেছেন তা দেখে কখনো বিস্মিত হওয়া বন্ধ করবেন না !

ক্রশের ছায়া থেকে কখনও বিচ্যুত হবেন না, কারণ তাঁর শিষ্য হিসাবে এটিই আপনার আবাসস্থল !

যখন আপনি এই সত্যে স্থির থাকবেন, আপনি পৌল এবং পিতরের মতো হয়ে উঠবেন- একেবারে শেষ পর্যন্ত ক্রশ বহন করতে অটল থাকবেন।

এই মুহূর্ত থেকে, আপনার জীবনকে ঘোষণা করতে দিন:

"জগৎ আর নয়, এর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ নয়-খ্রিস্ট এবং তাঁর ক্রশ একাই অনুসরণ করব !"

In Christ's Mission

Mohan C. Lazarus

একটি স্বপ্ন পূরণ!

হ্যালো, তরুণরা...! যিশুর নামে অভিবাদন। চল আমরা শুনি Dr. Jihans এর মেডিকেল স্কুলের যাত্রা সম্পর্কে; তিনি যে বাঁধা গুলি সহ্য করেছিলেন এবং কোন পথ তাকে পরিচালিত করেছিল, দক্ষিণ তামিলনাড়ু থেকে তার পরিবারের প্রথম ডাক্তার হতে?

আপনি কি আমাদের আপনার পরিবার, শৈশব এবং স্কুল সম্পর্কে বলতে পারেন?

আমার নাম Jihans। আমার বাবা একজন ইঞ্জিনিয়ার, এবং আমার মা একজন গৃহিনী। আমার একটি ছোট ভাই আছে যে বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছে। খুব ছোটবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল পরিষ্কার-আমি ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম। আমার মনে কোন দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল না। ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিবেচ্যে ছিল না। একজন ডাক্তার হওয়া আমার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল।

এমনকি ছোটবেলায়, যখন আমি প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমি আমার বাইবেলে লিখেছিলাম, সবচেয়ে সহজ ইংরেজিতে যা আমি জানতাম, "আমি একজন ডাক্তার হতে চাই" এবং এটির জন্য প্রার্থনা করতাম। ছোটবেলা থেকেই এই আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে ছিল। যাইহোক, আমার পরিবারে কেউ চিকিৎসা ক্ষেত্রে ছিল না, তাই এই যাত্রায় কী হবে সে সম্পর্কে আমার কোনো নির্দেশনা বা বোঝার কিছু ছিল না। আমি আমার পরিবারে প্রথম প্রজন্মের ডাক্তার হিসাবে এক অজানা জগতে পা রাখছিলাম।

আমার শৈশবে আমার বাবা আমাদের খুব আদর ও যত্নে বড় করেছেন। ফলস্বরূপ, আমি বড় হয়ে কখনো কোনো বড় কষ্টের সম্মুখীন হইনি। যাইহোক, সেই ঢালযুক্ত লালন-পালনের পিছনে, আমার বাবা আমাদের ভরণপোষণের জন্য প্রচুর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেছেন। যদিও সেই সময়ে আমি তার কষ্টের কথা জানতাম না, তার আত্মত্যাগ আমার যাত্রার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

ঠিক আছে... আপনার বাবা-মা তোমাকে কলেজে পাঠাতে কষ্ট করেছেন। আপনার কলেজ জীবন কেমন ছিল?

আমি যখন একাদশ শ্রেণীতে পড়ছিলাম, NEET সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। আজ, সবাই জানে NEET কী, কিন্তু তখন, এটি শুধুমাত্র দ্বিতীয় বছরে ছিল, এবং কীভাবে এটির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে তা আমাদের জানা ছিল না। কোন সঠিক নির্দেশিকা ছিল না, এবং আমাদের বলা হয়েছিল যে, রাজ্য বোর্ডের মার্কস কোনো কার্যকর হবে। তাই, আমি সম্পূর্ণভাবে NEET প্রস্তুতির উপর লক্ষ্যপাত করেছিলাম।

সোমবার থেকে শুক্রবার, আমি আমার স্কুলের পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন করতাম। শনি ও রবিবার, আমি NEET কোচিংয়ে অংশগ্রহণ করতাম এবং আমার সময় শুধুমাত্র পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করতাম। আমি কেবল একজন গড় ছাত্রী ছিলাম, এবং NEET পাস করা একটি বিশাল চ্যালেঞ্জের মতো মনে হয়েছিল।

যখন ফলাফল বের হয়েছিল এবং কাউন্সেলিং শুরু হয়েছিল, তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে প্রাথমিক যোগ্যতার মার্কস সুরক্ষিত করা কতটা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে এবং নিরলস পরিশ্রমে আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া অবশ্য একটি অন্য বাধা ছিল যার জন্য একটি বিশাল আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন ছিল। আমার পরিবার আমার ফি প্রদানের জন্য প্রচুর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে, এবং এটি একটি অলৌকিক ঘটনা থেকে কম কিছু ছিল না যে ঈশ্বর নিজেই আমাদের চাহিদা মেটাতে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি শুধু আমার শিক্ষার ব্যবস্থাই করেননি বরং আমাকে সেই শক্তি প্রদান করেছিলেন, যার কারণে আমি এটি উত্তীর্ণ করতে পেরেছিলাম।

আপনি কি আপনার কলেজের অভিজ্ঞতা জানাতে পারেন?

আমার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, আমি কখনই আমার বাড়ি থেকে দূরে যাইনি বা আমার বাবা-মা থেকে দূরে ছিলাম না। আমার জীবনে প্রথম-বারের মতো, আমি আমার বাড়ির যত্নকে পিছনে ফেলে একা বেরে হয়েছিলাম। এটাই ছিল আমার স্বাধীনতার প্রথম অভিজ্ঞতা।

আমার কলেজের প্রথম বছরটিতে বাঁধা কম ছিল না। আমি অনেক সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছি, এমন পর্যায়ে যেখানে আমি ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলাম। সব কিছু নতুন এবং অপরিচিত মনে হয়েছিল । অধ্যয়ন করার জন্য অনেক কিছু ছিল, তবুও কীভাবে অধ্যয়ন করা যায় তা আমার ধারণা ছিল না। এটি একটি অপ্রতিরোধ্য পর্যায় ছিল।

কিভাবে ঈশ্বর আপনার একাডেমিক যাত্রাকে আশীর্বাদ করেছেন? আপনার পরীক্ষার দিন সম্পর্কে আমাদের বলুন।

পরীক্ষার সময়, ঘুম এবং বিশ্রাম বিলাসিতা হয়ে ওঠে। অন্য প্রত্যেক ছাত্রের মতো, আমাকেও আমার নিজেকে সীমার বাইরে ঠেলে দিতে হয়েছিল। উদ্বেগ তীব্র ছিল-আমি খিতে খুব অসুস্থ বোধ করতাম, এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় বিশেষত স্নায়ু দুর্বল হতো। ভয় আমাকে এতটাই গ্রাস করেছিল যে মাঝে মাঝে মনে হত আমার সমস্ত প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও আমি কিছুই জানিনা। ঘুমে চোখ জুড়ে আসতো, কিন্তু পরীক্ষার চিন্তাই আমাকে জাগিয়ে রাখত। বেশিরভাগ দিন, আমি তিন ঘন্টা ঘুমিয়েছি। এমনকি যদি আমি ৪টের জন্য আমার অ্যালার্ম নির্দিষ্ট করতাম, আমি তার অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠতাম, বিশ্রাম করতে পারতাম না।

সেই অস্থির রাতগুলোতে, আমি গীতসংহিতা ৩৪ পড়ার মাধ্যমে অপরিমিত সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। আমি চোখের জলের সাথে পড়তাম, কিন্তু যখন আমি শেষ করতাম, তখন শান্তি আমার হৃদয়কে আচ্ছাদন করত, আমাকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দিত। তারপর, আমি নতুন করে সাহস নিয়ে আমার পড়াশোনা শুরু করি। যখনই আমি সমস্যায় পড়তাম, আমার বন্ধুরা সাহায্যের স্তম্ভের মতো আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের অনুপ্রেরণা আমাকে প্রতিটি কঠিন সমস্যাকে পার করে যেতে সাহায্য করেছে। এভাবেই আমার কলেজ জীবন উত্তরণ হয়েছিল - পরীক্ষা, স্থিতিস্থাপকতা এবং ঐশ্বরিক অনুগ্রহের একটি যাত্রা ছিল।

এই সবের মধ্যে, আমাদের প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন মেয়ের একটি ছোট খ্রিস্টান গোষ্ঠী ছিল। প্রতি রবিবার সকালে, বিনা বাধায়, আমরা বাইবেল পড়তে এবং একসাথে প্রার্থনা করার জন্য এক ঘন্টার জন্য একত্রিত হতাম। সেই ফেলোশিপ আমাদের শক্তি, আমাদের আধ্যাত্মিক নোঙ্গর হয়ে উঠেছে।

আমাদের ব্যস্ত সময়সূচী থাকা সত্ত্বেও, আমরা কখনই এই একত্রিত হওয়া ছেড়ে দিইনি। বিশ্বাস এবং ঐক্যের এই মুহূর্তগুলির মাধ্যমেই আমরা সহ্য করার এবং উন্নতি করার শক্তি পেয়েছি।

আপনার চিকিৎসা যাত্রার শেষে মুহূর্ত সম্পর্কে বলুন...

যে মুহূর্তে আমি আমার চূড়ান্ত ফলাফল পেয়েছিলাম, তা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি। আমার পরীক্ষার সময়, আমি একটি বিষয় বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং পেয়েছিলাম, এবং এটি আমাকে ভয় ধরাত । আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতাম " প্রভু, আমি আর এই কলেজে পড়তে চাই না।" ঈশ্বরের অসীম আশীর্বাদে, আমি প্রতিটি বিষয়ে সফলভাবে পাস করেছি। সেই মুহূর্ত চিরকাল আমার স্মৃতিতে গেঁথে থাকবে। আমি যখন সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম, বিগত সাড়ে পাঁচ বছরের সংগ্রামের ঘটনাগুলি এক মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে প্রতিটি কষ্ট, প্রতিটি নিদ্রাহীন রাত এবং প্রতিটি ত্যাগ এই একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের দিকে নিয়ে গেছে। আমার শৈশবের স্বপ্ন পূরণ আমাকে অপার সুখ এনে দিয়েছিল।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ডাক্তারদের জন্য একটি শব্দ

যারা মেডিসিনি অধ্যয়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাদের সকলের জন্য- আমি যদি অনেক দুর্বলতা সহ একজন সাধারণ ছাত্রী সফল হতে পারি, তাহলে আপনিও পারবেন! অধ্যবসায়ের সাথে অধ্যয়ন করুন, চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে অধ্যবসায় করুন, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-ভাবে, ঈশ্বরের উপস্থিতি সন্ধান করুন এবং প্রার্থনা করুন। একই যীশু যিনি আমাকে জ্ঞান দিয়েছেন তিনি অবশ্যই আপনাকেও দেবেন। আপনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন কিনা

NEET বা ইতিমধ্যেই মেডিকেল স্কুলে, পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন বাইরের বিভিন্ন আকর্ষণকে দূরে রেখে। অন্তর থেকে প্রার্থনা করুন, এবং ঈশ্বর আপনাকে পথ দেখাবেন। আপনি যখন প্রার্থনার সাথে অধ্যয়ন করেন, তখন প্রভু নিজেই আপনাকে সঠিক বিষয়গুলিতে আলোকপাত করতে এবং আপনার পরীক্ষায় যা আসবে তার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করবেন।

প্রিয় যুবক-যুবতীগণ, ডাঃ Jihans এর যাত্রা সহজ ছিল না। দুর্বলতা এবং কষ্টের মুহূর্তগুলির মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বর তার পাশে হেঁটেছিলেন, তাকে শক্তি দিয়েছিলেন এবং তাকে কঠিনতম পথ দিয়ে পরিচালিত করেছিলেন। যদি বছরের পর বছর ত্যাগ, নিদ্রাহীন রাত এবং পরিবার থেকে বিচ্ছেদে তাকে আজ একজন ডাক্তারে রূপান্তরিত করতে পারে, তবে জেনে রাখুন- ঈশ্বর আপনার জীবনে একই কাজ করতে সক্ষম! তাঁর উপর আস্থা রাখুন, অটল বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করুন এবং পদক্ষেপ নিন। বিজয় নিশ্চিত আপনার!

পালাও!

প্রিয় দাদা, আমি রাজ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে, বর্তমানে আমি একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। শৈশব থেকেই, আমি একজন পরিশ্রমী ছাত্র, আমি সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী। আমি দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় ৪৮০-এর বেশি নম্বর পেয়েছি এবং একাদশ শ্রেণীতে পা দিয়েছি, আমি পছন্দ করি এমন দলকে বেছে নিয়েছি। আমি স্বভাবতই লাজুক প্রকৃতির এবং অন্যদের সাথে বেশি কথা বলি না। যাইহোক, আমার ক্লাসের শিক্ষক প্রায়ই আমার সাথে অধ্যয়ন বিষয়ের বাইরে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মাঝে মাঝে, কথা বলার সময় সে আমাকে স্পর্শ করে এবং ক্লাসে আলাদা হওয়ার চেষ্টা করে, সে আমাকে একপাশে ডাকে এবং আমার সাথে একান্তে কথা বলে।কোনো অনুষ্ঠানে, সে এমনকি আমাকে অনুপযুক্ত ভিডিও দেখায় এবং আমাকে উপহার দেয়, যেন গভীর ভালোবাসার প্রকাশ করে। এটা আমার কাছে ভুল মনে হয়। আমার অস্বস্তি বোধ হয়, আমি তাকে এড়িয়ে যাওয়া শুরু করেছি কিন্তু এটি তাকে বিরক্ত করছে বলে মনে হচ্ছে। এখন, সে মিথ্যা কথা বলে এবং এমনকি আমার সহপাঠীদের সামনে আমাকে অপমান করে। আমি কি করব জানি না। এই পরিস্থিতি আমার পড়াশুনাকে প্রভাবিত করছে, এবং আমি হারিয়ে যাচ্ছি অনুভব করছি। আমি কারুর সাথে এটা বলতে অক্ষম। আমাকে সাহায্য করুন. – রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ।

প্রিয় ভাই রাজ,

আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারছি যে আপনি এক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। যদি সমস্যাটি সহকর্মী ছাত্রদের দ্বারা সৃষ্ট হত, তাহলে আপনি একজন শিক্ষককে রিপোর্ট করতে পারতেন বা সাহায্য চাইতে পারতেন। কিন্তু যে ব্যক্তিই আপনাকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দেন শিক্ষক-অনুচিত উদ্দেশ্য, তখন সাহায্যের জন্য কার কাছে যাবেন বা কোথায় আপনার উদ্বেগ প্রকাশ করবেন তা নিয়ে দ্বিধা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য।

রাজ, তাদের অবস্থান নির্বিশেষে, একজন শিক্ষক তার সীমানা অতিক্রম করা অগ্রহণযোগ্য। অনুপযুক্তভাবে কথা বলা বা আচরণ করা একজন শিক্ষাবিদদের জন্য অযাচিত। অতএব, নিজেকে আলাদা করা এবং নিজেকে দূর করার প্রবৃত্তি বুদ্ধিমানের কাজ। একজন শিক্ষকের ভূমিকা হল, শিক্ষার্থীকে জ্ঞান রত্ন দান করা,

হৃদয় স্পন্দন শৃঙ্খলা এবং মূল্যবোধ শেখানো- নাতো তাদের ভবিষ্যত কলঙ্কিত করা। আপনার হৃদয় এবং মনের মধ্যে আপনাকে যা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে তা হল: এটি একটি অন্যায় সম্পর্ক, একটি আবেগ যা পুনরায় প্রতিরোধ করা উচিত। একজন প্রকৃত শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে নিজের সন্তানের মতো দেখেন, লালন-পালন করেন এবং তাদের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করেন। যখন সেই ভূমিকাটি অনুপযুক্ত শব্দ বা কাজের জন্য অপব্যবহার করা হয়, তখন এটি অবশ্যই নিন্দা করা উচিত। সুতরাং, আপনার প্রথম এবং প্রধান পদক্ষেপ হওয়া উচিত দূরে সরে যাওয়া। নিজেকে দূরে রাখুন। নিজেকে রক্ষা করুন, এটি আপনার সংকল্প হতে দিন।

যাইহোক, আজকের মিডিয়া, এই ধরনের অনৈতিক সম্পর্কগুলিকে চিত্রিত করে এবং এই ভূমিকাগুলিতে বিখ্যাত অভিনেতাদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে, সূক্ষ্মভাবে তাদের গ্রহণযোগ্য হিসাবে প্রচার করছে। তারা ঘোষণা করে, "এটাও প্রেম। এতে দোষের কিছু নেই। এটি একটি সুন্দর সম্পর্ক।" এটি করার মাধ্যমে, তারা এই ভুল সম্পর্ক এবং অশুদ্ধ আবেগকে ISI, AG-MARK দ্বারা অনুমোদনের সিলি দিয়ে স্ট্যাম্প করে, সমাজকে এই বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করে যে এই ধরনের আচরণ একটি আদর্শ সংস্কৃতির অংশ। এইভাবে মিডিয়া পাপপূর্ণ নিদর্শনগুলিকে সাংস্কৃতিক প্রবণতা হিসাবে স্বাভাবিক করে তোলে। সুতরাং, রাজ, আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে আপনি যদি প্রতারণার এই পথটি চালিয়ে যান তবে কী বিধ্বংসী পরিণতি হতে পারে?

- সাধারণ কথোপকথন হিসাবে যা শুরু হয় তা শেষ পর্যন্ত বিপজ্জনক কর্মের দিকে নিয়ে যেতে পারে, আপনাকে ধ্বংসের গর্তে টেনে নিয়ে যেতে পারে।
- আপনার অধ্যয়ন, স্বপ্ন এবং ভবিষ্যত আপনার চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়তে পারে। স্কুল পরিচালকবর্গ যদি এই ধরনের সম্পর্কের সাথে আপনার জড়িত থাকার বিষয়ে জানতে পারে, আপনি এমনকি বহিষ্কারের সম্মুখীন হতে পারেন।
- আপনি কেবল নিজের জন্যই নয় আপনার পিতামাতার জন্যও লজ্জা আনতে পারেন, তাদের খ্যাতিকে কলঙ্কিত করতে পারেন।
- অন্যায়ের অপরাধবোধ প্রতিদিন আপনাকে তাড়িত করবে, আপনার বিবেকের অসহনীয় বোঝা হয়ে উঠবে।
- সমাজে আপনার সুনাম, যা বছরের পর বছর ধরে গড়ে উঠেছে, তা মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- পরবর্তী মানসিক অশান্তি বিষণ্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তাহলে আপনাকে আত্মহত্যার মতো দুঃখজনক সিদ্ধান্তের দিকে ধাবিত করতে পারে। তাই, বুদ্ধি করে নির্বাচন করুন, রাজ। আজ যা রোমাঞ্চকর বলে মনে হতে পারে তা আগামীকাল অপরিবর্তনীয় অনুশোচনার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

কি হবে আপনি যদি এই সম্পর্ক থেকে দূরে সরে যেতে পছন্দ করেন..?

- আপনি আপনার পড়াশোনায় পুনরায় মনোযোগ দিতে পারবেন এবং সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে পারবেন।
- আপনার বাবা-মা, যারা আপনাকে বিশ্বাস করেন, তারা গর্বিত হবেন এবং আপনার সাফল্যে তারাও আনন্দ পাবেন।
- আপনার সমবয়সীদের মধ্যে, আপনি সততা এবং শৃঙ্খলার ছাত্র হিসাবে দাঁড়াবেন।
- শিক্ষক আপনার সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করতে পারেন; এমনকি তারা আপনার সমালোচনা বা মিথ্যা অভিযোগও করতে পারে। তবে আপনি যদি আপনার সংকল্পে অটল থাকেন, আপনি অবশ্যই সাফল্য পাবেন। নিজেকে কখনই পাপ কাজের মধ্যে আকৃষ্ট হতে দেবেনা।

রাজ, তোমার মতোই বাইবেলে জোসেফ নামে এক যুবক ছিল। যখন একজন মহিলা তাকে পাপ করতে প্রলুব্ধ করছিল, তখন সে দ্বিধা করেনি- সে পালিয়ে গিয়েছিল!

মনের গভীরে তিনি যৌবনে পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই একটি স্থির সংকল্প অবশেষে তাকে মহত্ত্বের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং, বুদ্ধির সাথে চিন্তা করুন এবং সিদ্ধান্তমূলকভাবে কাজ করুন!
যীশু আপনাকে সাহায্য করবেন। তিনি আপনাকে একটি বিশুদ্ধ এবং বিজয়ী জীবন যাপন করতে শক্তিশালী করবেন।

একটি ক্ষতিপূরণমূলক ক্রশ

"প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রশ ছাড়া আমি যেনো আর কোনকিছুতে গর্ববোধ না করি।" (গালাতীয় ৬:১৪)।

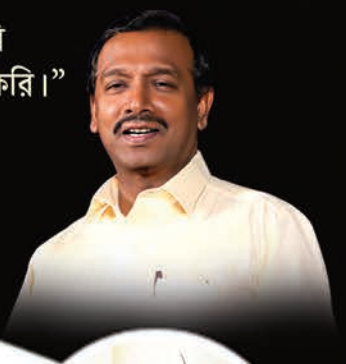

পৌল, একসময় যীশুর প্রচণ্ড বিরোধী এবং খৃষ্টানদের নিলস তাড়নাকারী ছিলেন। যারা খ্রিস্টকে প্রচার করতেন তাদের কারারুদ্ধ ও নির্যাতন করতেন। তিনি ইহুদি ঐতিহ্যের প্রতি গভীর-ভাবে নিবেদিত ছিলেন এবং উদ্যোগের সাথে তা রক্ষা করতেন। যাইহোক, প্রেরিত ৯-এ, পুনরুত্থিত খ্রিস্ট ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর জীবনকে চিরতরে রূপান্তরিত করেছিলেন। পৌল অনস্বীকার্য উপলব্ধিতে এসেছিলেন যে যীশু খ্রীষ্টই সত্য ঈশ্বর, তিনি, তাঁকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সেই মুহূর্ত থেকে, তার জীবন একটি আমূল মোড় নেয়।

খ্রীষ্টের সাথে ঘনিষ্ঠ পদচালনার অভিজ্ঞতা অর্জনের পর, পৌল অসংখ্য গীর্জা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে, ঈশ্বর প্রকাশ করেছিলেন কীভাবে গীর্জার কাজ করা উচিত এবং কীভাবে বিশ্বাসে তারা ঈশ্বরে বৃদ্ধি পাবে।

পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত তাঁর পত্রগুলি চার্চের জন্য মৌলিক শিক্ষা হয়ে ওঠে। পৌলের লেখা পত্রগুলির মধ্যে একটি পাঠ থেকে জানা যায় যে, স্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে, তিনি ক্রমা-গত খ্রীষ্টের ক্রুশের দিকে নির্দেশ করেছিলেন। তার জন্য, ক্রুশটি কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল না বরং তার জীবন ও বার্তার সারমর্ম ছিল। ক্রুশেই পাপের বোঝা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং এর মাধ্যমে ঈশ্বরের অসীম কৃপা প্রকাশিত হয়েছিল।

পৌল, একসময় যীশুর প্রচণ্ড বিরোধী এবং খৃষ্টানদের নিলস তাড়নাকারী ছিলেন। যারা খ্রিস্টকে প্রচার করতেন তাদের কারারুদ্ধ ও নির্যাতন করতেন। তিনি ইহুদি ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে নিবেদিত ছিলেন এবং উদ্যোগের সাথে তা রক্ষা করতেন। যাইহোক, প্রেরিত ৯-এ, পুনরুত্থিত খ্রিস্ট ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর জীবনকে চিরতরে রূপান্তরিত করেছিলেন। পৌল অনস্বীকার্য উপল-ব্ধিতে এসেছিলেন যে যীশু খ্রীষ্টই সত্য ঈশ্বর, তিনি, তাঁকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সেই মুহূর্ত থেকে, তার জীবন একটি আমূল মোড় নেয়।

খ্রীষ্টের সাথে ঘনিষ্ঠ পদচালনার অভিজ্ঞতা অর্জনের পর, পৌল অসংখ্য গীর্জা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাঁর

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি বলেছেন, "স্বর্গ আমার সিংহাসন, এবং পৃথিবী আমার পাদদেশ" (যিশাইয় ৬৬:১)।

সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তা, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (গীতসংহিতা ১২১:২),

সর্বশক্তিমান, যিনি তারা গণনা করেন এবং তাদের প্রত্যেককে নামে ডাকেন (গীতসংহিতা ১৪৭:৪)

মাধ্যমে, ঈশ্বর প্রকাশ করেছিলেন কীভাবে গীর্জার কাজ করা উচিত এবং কীভাবে বিশ্বাসে তারা ঈশ্বরে বৃদ্ধি পাবে।

পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত তাঁর পত্রগুলি চার্চের জন্য মৌলিক শিক্ষা হয়ে ওঠে। পৌলের লেখা পত্রগুলির মধ্যে একটি পাঠ থেকে জানা যায় যে, স্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে, তিনি ক্রমাগত খ্রীষ্টের ক্রুশের দিকে নির্দেশ করেছিলেন। তার জন্য, ক্রুশটি কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল না বরং তার জীবন ও বার্তার সারমর্ম ছিল। ক্রুশেই পাপের বোঝা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং এর মাধ্যমে ঈশ্বরের অসীম কৃপা প্রকাশিত হয়েছিল।

এখন ঝুলে আছে স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝখানে-দুই অপরাধীর মধ্যে-একটি ক্রুশের উপর, একজন অভিযুক্ত চোরের মতো।

শাস্ত্র প্রকাশ করে যে এই ঈশ্বরই, যিনি মহাবিশ্বকে তৈরি করেছিলেন, মানুষ হয়েছিলেন এবং যীশু নাম ক্রুশের উপরে মহিমান্বিত হয়েছিল (গীতসংহিতা ৩৩:১৬)।

কিন্তু আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা কেন এমন পরিণতি সহ্য করবেন? সে কি অপরাধ করেছিল?

সেই দিনগুলিতে, রোমান সরকার সবচেয়ে জঘন্য অপরাধের জন্য -রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, খুনি, লুটেরা এবং যারা সমাজের জন্য মারাত্মক অপরাধ করত তাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ করার নৃশংস শাস্তি দেওয়া বিধান ছিল। যীশু কোন পাপ করেছিলেন? এমন মৃত্যুর জন্য তিনি কী অপরাধ করেছিলেন?

এমনকি ঈষ্করিয়োতীয় যীহুদা যিনি তাঁর পাশে সাড়ে তিন বছর কাটিয়েছিলেন এবং শেষে পর্যন্ত তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, তিনি যীশুকে ভালভাবে জানতেন। যদি কিউ তাকে অভিযুক্ত করতে পারত, তাহলে সেটা যীহুদা হত। তথাপি, আমরা খ্রীষ্টের জীবন অনুসন্ধান করার সময়, আমরা কোন দোষ, কোন অপরাধ, কোন পাপ খুঁজে পাই না - শুধুমাত্র অভূতপূর্ব প্রেম যা তাকে ক্রুশে নিয়ে গিয়েছিল।

শাস্ত্র যীশুর নির্দোষতার একটি আকর্ষণীয় ছবি বর্ণনা করে। যখন যীহুদা, অপরাধবোধে অভিভূত, চিৎকার করে বলেছিল, "আমি নির্দোষ রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি!" (মথি ২৭:৪), তিনি এমন একটি সত্য স্বীকার করছিলেন যে যীশুর চরম বিরোধীরাও সেটি অস্বীকার করতে পারে না যে তাঁর মধ্যে কোন দোষ নেই।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, যখন রোমান গভর্নর পিলাতের সামনে আনা হয়েছিল, তিনিও ঘোষণা করেছিলেন, "আমি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছি না।" (যোহন১৯:৪)।

উদ্ঘাটিত ঘটনার সাক্ষী, এমনকি কঠোর রোমান সেঞ্চুরিয়ান এবং তার যুদ্ধের-কঠোর সৈন্যরা সাক্ষ্য দিয়েছিল, "সত্যই, ইনি ঈশ্বরের পুত্র!" তারা চিনতে পেরেছিল যা অন্যরা যীশুর মধ্যে দেখতে অস্বীকার করেছিল- যীশু কোনো সাধারণ মানুষ নয়। তিনি ছিলেন

নির্দোষ, পাপ ছাড়া, এবং আলাদা করা। ঈর্ষা ও বিদ্বেষ দ্বারা চালিত তার অভিযুক্তরা তার জীবনে একটিও অন্যায় নির্দেশ করতে পারেনি।

এবং তবুও, এই নিষ্পাপ ব্যক্তি বিশ্বের পাপের শাস্তি ভোগ করছেন। "আমাদের পাপাচারের জন্য তাকে বিদ্ধ করা হয়েছিল; আমাদের অন্যায়ের জন্য তাকে চূর্ণ করা হয়েছিল।"(যিশাইয় ৫৩:৫)। ক্রুশটি পাপের ভয়াবহতার একটি স্নিগ্ধিতা উদ্ঘাটন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে-এটি পেরেকের গুলি ছিল না যা তাকে সেখানে আটকে রেখেছিল, কিন্তু আমাদের অপরাধ-বন্ধন ছিল। আমাদের বিদ্রোহের ওজনই তাকে কালভারির দিকে নিয়ে গিয়েছিল। ক্রুশ পাপের প্রকৃত রূপকে প্রকাশ করে, কিন্তু আরও বেশি করে, এটি খ্রিস্টের অপরিমেয় ভালবাসাকে প্রকাশ করে।

আজ, আপনিও হয়তো পাপের মধ্যে বসবাস করছেন-সম্ভবত অ্যালকোহল আসক্তি, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, লম্পট আকাঙ্ক্ষা, দৈহিক লালসা, অহংকার, উদাসীনতা, পরচর্চা, বা আপনার ব্যক্তিগত জীবনের গভীরে লুকিয়ে থাকা গোপন পাপগুলি আবদ্ধ। আপনি হয়তো এগুলোকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু আপনি কি পাপের ভার উপলব্ধি করেন? এটা ছিল পাপ যা ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুশে নিয়ে গিয়েছিল। সেই পাপই সেই নিষ্ঠুর ক্রুশে পবিত্র ব্যক্তিকে পেরেকে গেঁথেছিল। আমাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে, তিনি ক্রুশে নিজেকে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করেছিলেন (গালাতীয় ১:৪)। এটা আমাদের পাপ যা তাকে কালভারিতে নিয়ে গিয়েছিল। পাপ একটি ছোট বিষয় নয়-এটি এতটাই ভয়ঙ্কর যে এটি ঈশ্বরের পবিত্রতমকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে।

প্রিয় যুবকরা, যদিও আপনি যীশুকে জানেন, যদিও আপনি গির্জায় গিয়েছেন, যদিও আপনি বুঝতে পেরেছেন যে তিনি আপনার জন্য মারা গেছেন-আর কতদিন চালিয়ে যাবেন পাপে, তাকে ক্রুশে পেরেকে বিদ্ধ করাতে? তোমার পথভ্রষ্টতায় তার হৃদয়কে আর কত দিন দুঃখ দেবে? এমনকি এখনও, প্রভু আপনাকে পাপ থেকে দূরে সরে যেতে, আপনার জীবনকে পবিত্রতায় আলাদা করতে এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে সমর্পণ করার জন্য আহ্বান করছেন। ক্রুশে ঝুলন্ত ত্রাণকর্তার দিকে তাকান! আজ তাঁর কাছে ফিরে যান-দেরি না করে যীশুর প্রতি ফিরুন !

ক্রুশ এবং আমি

বিশ্বজুড়ে, গির্জা, বাড়ি এবং ক্যাথেড্রাল স্পায়ারগুলিতে ক্রুশের প্রতীক দেখা যায়। অনেক খ্রিস্টান বিশ্বাসের চিহ্ন হিসাবে তাদের গলায় এটি পরেন, অন্যরা লেন্টের সময় এটি দিয়ে তাদের কপালে চিহ্নিত করে। বেশিরভাগের জন্য, ক্রুশ একটি প্রতীক-পরিচয়ের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠেনি।

তবুও, যারা তাঁকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি যীশুর আহ্বান ছিল অনেক বেশি গভীর:”যদি কেউ আমার পথে আসতে চায়, সে যেন নিজেকে অস্বীকার করে, প্রতিদিন নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে এবং আমাকে অনুসরণ করুক।“ (লূক ৯:২৩)

অনেকের জন্য, ক্রুশীয় যন্ত্রণা, কষ্ট, পরীক্ষা এবং অপমান এই উল্লেখ্য বিষয় গুলি চিন্তা জাগিয়ে তোলে। এবং যদিও এগুলি প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টিয় জীবনের চলার অংশ, তারা এটির সম্পূর্ণতা নয়। যে ক্রুশ বহন করার জন্য আমাদের ডাকা হয়েছে তা অবশ্যই খ্রীষ্টের আলোকে বোঝা উচিত।

যীশু কেবল ক্রুশে ব্যথা সহ্য করেননি - তিনি এর মাধ্যমে প্রেম, ক্ষমা, করুণা এবং মুক্তির প্রকাশ করে-ছিলেন। এমনকি যখন তিনি নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও স্তব্ধ ছিলেন, উপহাস করেছিল তাঁকে এবং অবজ্ঞা করেছিল, তিনি তাঁর পীড়ন কারীদের প্রতি করুণার সাথে তাকান এবং উচ্চারণ করেছিলেন:

“পিতা, তাদের ক্ষমা কর, কারণ তারা জানে না তারা কি করছে।“ (লুক ২৩:৩৪)

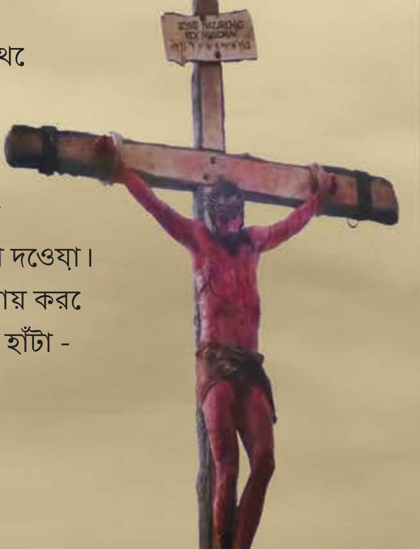

এটি ক্রুশের পাঠ যা যীশু আমাদের শেখায়। এটা শুধু যন্ত্রণা সহ্য করার বিষয় নয় বরং ভালোবাসা ও ক্ষমার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান, অপমান-অন্যায়ের প্রতি সাড়া দেওয়া। ক্রুশ আমাদের শিক্ষা দেয় নিছক কষ্ট সহ্য করতে নয়, যারা আমাদের উপর অন্যায় করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে। আমাদের ক্রুশ বহন করার অর্থ হল খ্রীষ্টের পথে হাঁটা - শুধু ব্যথায় নয়, প্রেমে যা ব্যথা অতিক্রম করে।

আপনি যদি সত্যিই অন্যদের ক্ষমা করতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই যিশুর মতো সব কিছু সহ্য করতে শিখতে হবে। "আমি খ্রীষ্টের সাথে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি: আমি আর বেঁচে নেই, কিন্তু খ্রীষ্ট আমার মধ্যে বেঁচে আছেন" (গালাতীয় ২:২০)। যত বেশি আপনি নিজেকে সমর্পণ করবেন

প্রতিদিন খ্রীষ্টের সাথে ক্রুশবিদ্ধ হবেন, আপনি তত বেশী সত্যই তাঁর মধ্যে বাস করবেন। এর মানে হল যে আপনার পুরানো আত্মা আপনার মাংস, আপনার আকাঙ্ক্ষা, জাগতিক আবেগ, ক্ষোভ, তিক্ততা, ক্রোধ, দ্বন্দ্ব এবং বিভাজন-সম্পর্কগুলিকে পবিত্র আত্মার সাহায্যে প্রতিদিন ক্রুশের কাছে সমর্পণ করতে হবে। "যারা খ্রীষ্ট যীশুর অন্তর্গত

তারা মাংসকে তার আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা সহ ক্রুশবিদ্ধ করেছে" (গালাতীয় ৫:২৪)। যখন আপনি স্বেচ্ছায় প্রতিদিন আপনার ক্রুশ তুলে নেন এবং ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের দিকে আপনার চোখ স্থির করেন, তখন আপনার জীবন পরিবর্তিত হবে, আপনাকে অন্যদের সাথে প্রেম করতে এবং সহ্য করতে সক্ষম করে ঠিক যেমনটি তিনি করেছিলেন।

আপনি সত্যভাবে কখনো যীশুর হতে পারবেন না, যদি না আপনার চারপাশের লোকদের আপনি ভালোবাসতে পারছেন, সহানুভূতিশীলতা এবং ক্ষমাশীলতা ধরে রাখছেন, তবে আপনি সত্যই খ্রীষ্টের অন্তর্গত হতে পারবেন না। যীশু নিজেই বলেছেন, "যে তাদের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করে না সে

আমার যোগ্য নয়" (মথি ১০:৩৮)। খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার অর্থ তাঁর পথে চলা, তাঁর

পদচিহ্ন অনুসরণ করা। তবুও আজ, অনেকেই ক্রুশের প্রতীক পরেন কিন্তু পৃথিবী থেকে আলাদাভাবে বাঁচেন না। আপনি যদি একই কাজ করেন তবে আপনি কীভাবে তাঁর যোগ্য হবেন? পরিবর্তে, খ্রীষ্ট আপনার জন্য যা করেছেন তা অন্যদের জন্য করুন। তবেই আপনি সত্যিকারের তাঁর হবেন।

প্রিয় তরুণরা, "যারা ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে খ্রিস্টের সেই ক্রুশীয় মৃত্যুর কথা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই; কিন্তু আমরা যারা পাপ থেকে উদ্ধারের পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের শক্তি" (১ করিন্থিয় ১:১৮)। ক্রুশকে প্রতিদিন আপনার জীবনের কেন্দ্রে রাখুন তবেই আপনি সত্যি অর্থে তাঁর হবেন। "আমার সামনে ক্রুশ' আমার পিছনে জগত" গাওয়া যথেষ্ট নয় - আপনাকে অবশ্যই এটিতে বাস করতে হবে। প্রতিদিন আপনার ক্রুশ তুলে নিন এবং যীশুর মতো চলুন!

পুনরুজ্জীবিত ডুমুর গাছ

আপনাকে অভিবাদন, প্রিয় বন্ধুরা, অতুলনীয় যীশুর নামে!

গত মাসে, আমরা ইস্রায়েলীয়দের উৎপত্তি অনুসন্ধান করেছি। এই মাসে, আসুন আমরা ইস্রায়েলের ভূমির ঐতিহাসিক গঠনের মধ্য দিয়ে যাত্রা করি।

মিশরে থাকাকালীন, ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের আশীর্বাদের অধীনে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যাইহোক, একজন নতুন ফরৌন যিনি জোসেপ কে চিনতেন না, ক্ষমতায় উঠেছিলেন এবং তাদের উপর কঠোর নিপীড়নের আদেশ দেন। তাদের দুঃখকষ্টের প্রতিক্রিয়ায়, ঈশ্বর তাদের মধ্য থেকে একজন মুক্তিদাতাকে বেছে নিয়েছিলেন – মোশি ছিলেন নির্বাচিত তাঁর লোকদের মুক্ত করার জন্য।

সেই সময়ের দিনগুলিতে, প্রভু অব্রাহামের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন:

“সদাপ্রভু সেই দিনই আব্রাহামের জন্য এই বলে একটা ব্যাবস্থা স্থাপন করলেন, মিশরের নদী থেকে আরম্ভ করে মহানদী, ইউফ্রেটিস পর্যন্ত সমস্ত বংশ আমি তোমাকে দিলাম। এর মধ্যে থাকবে কেনীয়, কনীষীয়, কদমোনিয় , হিত্তীয়, পরিষীয়, রফাইয়ো, ইমোরীয়, কনানিয়, গির্গাশীয় এবং জিবুষীয়,দের দেশ।“(আদিপুস্তক ১৫:১৮-২০)

যখন তাঁর লোকদের কান্না তাঁর কাছে পৌঁছেছিল, তখন প্রভু মোশির সাথে কথা বলেছিলেন, এই বলে:

“আমি সত্যিই মিশরে আমার জনগণের দুর্দশা দেখেছি। আমি তাদের অত্যাচারীদের কারণে তাদের আর্তনাদ শুনেছি এবং আমি তাদের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে অবগত। আমি তাদের মিশরীয়দের হাত থেকে উদ্ধার করতে এবং তাদের একটি ভাল এবং প্রশস্ত দেশে নিয়ে আসতে এসেছি-দুগ্ধ ও মধুতে প্রবাহিত একটি দেশে-কনানীয়,হিত্তীয়, পরিষীয়,ইমোরীয, হিব্বীয় দের দেশে নিয়ে যাব “(যাত্রাপুস্তক ৩:৭-৮)”

এইভাবে ইস্রায়েলকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যাওয়ার ঐশ্বরিক যাত্রা শুরু হয়েছিল, ঈশ্বরের অঙ্গীকার এবং তাঁর চিরন্তন পরিকল্পনা পূরণ করে।

ইস্রায়েলীয়রা প্রভুর শক্তিশালী হাত দ্বারা মিশর থেকে উদ্ধার হয়েছিল, যিনি মোশিকে তাঁর যন্ত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "এক শক্তিশালী হাত দিয়ে, প্রভু আমাদের মিশর থেকে, দাসত্বের ঘর থেকে বের করে আনলেন" (যাত্রাপুস্তক ১৩:১৪)।

প্রভুর দাস, মোশি মারা যাওয়ার পর, ঈশ্বর মোশির সহকারী নুনের পুত্র যিহোশূয়র সাথে কথা বলেছিলেন:

"সদাপ্রভুর দাস মোশির মৃত্যুর পর সদাপ্রভু মোশির সাহায্যকারী নূনের ছেলে যিহোশূয়কে বললেন, আমার দাস মোশির মৃত্যু হয়েছে। সেইজন্য এখন তুমি ও এই সব ইস্রায়েলীয়রো ঐ যর্দন নদী পার হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও এবং যে দেশে আমি ইস্রায়েলীয়দের দিতে যাচ্ছি সেখানে যাও। তোমরা যে সব জায়গায় পা ফেলবে তা সবই আমি তোমাদের দেব। মোশির কাছে সেই প্রতিজ্ঞাই আমি করেছিলাম। তোমাদের দেশ হবে মরু-এলাকা থেকে লেবানন পর্যন্ত এবং পূর্বে মহানদী ইউফ্রেটিস ও পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত, অর্থাৎ হিত্তীয়দের গোটা এলাকাটা।(যিহোশূয় ১:১-৪)

এই ছিল কনানের প্রতিশ্রুত দেশ, যেমনটি সিদাপ্রভু বলেছিলেন। মোশির পরে, ঈশ্বর যিহোশুয়ার মাধ্যমে ইস্রায়েলীয়দের কনানে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এইভাবে, ইস্রায়েল ভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যিহোশূয় ইস্রায়েলের বারোটি গোত্রের মধ্যে জমির বিভাজন তত্ত্বাবধান করেছিলেন।

প্রভু ভাববাদী শমূয়েলকে জীবিত না করা পর্যন্ত ইস্রায়েল বিচারকদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। পরে লোকেরা শৌলকে তাদের রাজা হিসাবে বেছে নিয়েছিল।

কিন্তু যখন শৌল প্রত্যাখ্যান হয়েছিল, তখন ঈশ্বর দাউদ কে নিযুক্ত করেছিলেন - তার নিজের হৃদয়ের মতো একজন রাজত্ব করার জন্য। দাউদ জেরুজালেমে জয় করেন এবং এটিকে ইস্রায়েলের রাজধানী করেন, জাতির পরিচয়কে দৃঢ় করেন। "তিনি হিব্রনে সাত বছর ছয় মাস ধরে যিহূদার উপর রাজত্ব করেছিলেন এবং জেরুসালেমে, তিনি তেত্রিশ বছর ধরে সমস্ত ইস্রায়েল ও যিহূদার উপর রাজত্ব করেছিলেন।"(২শমূয়েল ৫:৫)

ঈশ্বর যদি একজন মানুষকে-আব্রাহাম-আশীর্বাদ করতে পারেন, এবং তাকে ইস্রায়েল নামক একটি মহান জাতিতে রূপান্তরিত করতে পারেন, তাহলে তিনি আপনাকে কত বেশি আশীর্বাদ করবেন এবং বৃদ্ধি করবেন! আপনি যদি তাঁর মনোনীত লোক হিসাবে অবিচল থাকেন তবে প্রভু অবশ্যই আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।

"তোমাদের পিতা অব্রাহাম এবং তোমাদের যে জন্ম দিয়েছে সেই সারার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমি যখন তাকে ডেকেছিলাম তখন সে ছিল একজন, আর আমি তাকে আশীর্বাদ করে সংখ্যায় অনেক করলাম।" (যিশাইয় ৫১:২)

পরের মাসে আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনাদের সকলের সাথে থাকুক!

চাঞ্চল্যকর খবর!

হাই বন্ধুরা! কেমন আছেন সবাই? এই উত্তেজনাপূর্ণ সিরিজের মাধ্যমে আবারও আপনার সাথে সংযোগ করতে পেরে আমি খুবই রোমাঞ্চিত, চাঞ্চল্যকর খবর!

ঠিক আছে, আমরা কি ভিতরে ডুব দেব? অপেক্ষা করুন, অপেক্ষা করুন-তার আগে, আসুন কিছু আনন্দদায়ক সুসংবাদ দিয়ে এই সংস্করণটি শুরু করি! এই মাসটি উদযাপনের একটি ঋতু। আপনি অনুমান করতে পারেন কেন? হ্যাঁ! আমরা আমাদের প্রভু যীশুর পুনরুত্থান উদযাপন করতে চলেছি! এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কি হতে পারে? এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন - তিনি আমাদের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তিনি আমাদের জন্য পুনরুত্থিত হয়েছেন! আমাদের জন্য সবকিছু করেছেন এমন একজন ঈশ্বর থাকাটা কী এক অবিশ্বাস্য আশীর্বাদ! শুধু বলছি, "আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করি!" আমাদের হৃদয় গর্ব এবং কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ করে, তাই না? সুতরাং, প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে একটি মহিমান্বিত এবং আশীর্বাদপূর্ণ পুনরুত্থানের শুভেচ্ছা জানাই!

সেই একই যীশু যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন তিনি আজও জীবিত আছেন এবং আজও অগণিত অলৌকিক কাজ করে তা প্রমাণ করে চলেছেন। এবং এই সিরিজের প্রতিটি সংস্করণে আমরা এটিই প্রত্যক্ষ করছি! সুতরাং, আর দেরি না করে, আসুন সরাসরি ভিতরে প্রবেশ করি!

এলিয় ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত নবীদের একজন। এমনকি তার নাম, যার অর্থ "যীহোবা আমার ঈশ্বর," তার জীবন এবং মিশনের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর যাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এক পর্যায়ে, ঈশ্বর এলিয়কে ইস্রায়েলের শাসক রাজা আহাবের কাছে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঘোষণা প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই বলে যে দেশে তিন বছর ধরে বৃষ্টি হবে না। দুর্ভিক্ষ তীব্র হওয়ার সাথে সাথে, ঈশ্বর এলিয়কে কর্মিল পর্বতের কাছে আশ্রয় নিতে নেতৃত্ব দেন। একটি দীর্ঘায়িত খরা নিঃসন্দেহে জমির জন্য গুরুতর কষ্ট নিয়ে আসবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের মাঝেও ঈশ্বর করলেন

এলিয় ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত নবীদের একজন। এমনকি তার নাম, যার অর্থ "যীহোবা আমার ঈশ্বর," তার জীবন এবং মিশনের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর যাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এক পর্যায়ে, ঈশ্বর এলিয়কে ইস্রায়েলের শাসক রাজা আহাবের কাছে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঘোষণা প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই বলে যে দেশে তিন বছর ধরে বৃষ্টি হবে না। দুর্ভিক্ষ তীব্র হওয়ার সাথে সাথে, ঈশ্বর এলিয়কে কর্মিল পর্বতের কাছে আশ্রয় নিতে নেতৃত্ব দেন। একটি দীর্ঘায়িত খরা নিঃসন্দেহে জমির জন্য গুরুতর কষ্ট নিয়ে আসবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের মাঝেও ঈশ্বর করলেন

আশ্চর্যজনক কিছু-তিনি এলিয়কে আমিষ খাবার দিয়েছিলেন! আরও অবিশ্বাস্যভাবে, তিনি এই আদেশের জন্য একটি অপ্রত্যাশিত উত্স বেছে নিয়েছিলেন: দাঁড়কাক। স্বাভাবিকভাবেই, আমরা কাকের হাত থেকে কিছু পাওয়ার আশা করব না। তবুও, ঈশ্বর এই অলৌকিক সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন, এই পাখিগুলোকে দিনে দুবার করে এলিয়কে রুটি এবং মাংস সরবরা-হের আদেশ পাঠিয়েছিলেন, সারা দুর্ভিক্ষের সময় তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা কি শুধুমাত্র এলিয়র সময়েই ঘটেছে? ঈশ্বর কি আজও এইরকম বিস্ময়কর কাজ করবেন? একটি ধ্বনিত হ্যাঁ! - ইংল্যান্ডের একটি সাম্প্রতিক, আশ্চর্যজনক খবর নিশ্চিত করে যে আমাদের ঈশ্বর এখনও একই, এই বর্তমান যুগেও অলৌকিক কাজ করার জন্য পরাক্রমশালী!

একটি দরিদ্র পরিবার চরম দারিদ্রের মধ্যে লড়াই করছিল। ছোট বাচ্চাদের খাওয়ার কিছু ছিল না এবং তারা ক্ষুধার্ত ছিল। তাদের দুর্দশা দেখে, মা তাদের বিশ্বাসের সাথে উৎসাহিত করছিলেন, তাদেরকে বলছিলেন যে কীভাবে ঈশ্বর এলিয়ের জন্য তার প্রয়োজনের সময় জোগান দিয়েছিলেন। সেই রাতে, যখন বৃষ্টি পড়ল এবং ঠান্ডা বাতাস বইল, সে তার বাচ্চাদের খালি পেটে বিছানায় টেনে জানালা-দরজা বন্ধ করে দিল। একজন শিশু অবশ্য উঠে বসল এবং জিজ্ঞেস করল, "মা, আমার একটা সন্দেহ আছে। যদি জানালা বন্ধ থাকে, তাহলে ঈশ্বর যে দাঁড়কাক পাঠিয়েছেন সে কীভাবে আমাদের খাবার আনবে? যদি ঈশ্বর আমাদের রুটি-মাংস দিয়ে থাকেন, তাহলে দাঁড়কাকের প্রবেশের জন্য জানালা না খুললে আমরা তা পাব না! দয়া করে জানালা গুলো খুল।" সন্তানের বিশ্বাসে চমকে উঠলেন মা। দ্বিধা ছাড়াই সে জানালা খুলে দিল।

তাদের অজান্তেই বাড়ির বাইরে বৃষ্টির হাত থেকে আশ্রয় নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নগরীর মেয়র। তিনি তাদের কথোপকথন শুনছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সরে গেলেন, তিনি তাড়াতাড়ি চলে গিয়ে, প্রচুর পরিমাণে খাওয়ায় কিনলেন এবং বিচক্ষণতার সাথে খোলা জানালা দিয়ে পার্সেলগুলি রেখে চলে গেলেন। একটি মৃদু শব্দ শুনে শিশুরা ছুটে যায় জানালার কাছে এবং সেখানে খাবারের পার্সেল পড়ে থাকতে দেখে। অত্যধিক আনন্দিত, তারা কৃতজ্ঞতার সাথে তাদের হাত তুলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় এবং তাঁর আদেশের জন্য ধন্যবাদ জানায়।

এবং এখন, আপনি ভাবতে পারেন- এই গল্পে দাঁড়কাক কোথায়? এখানে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক অংশ: মেয়রের বন্ধুরা তাকে স্নেহের সাথে রাভেন বলে ডাকত।

ঈশ্বরের প্রিয় সন্তানরা,

আপনি কি আপনার জীবনে কাকের জন্য অপেক্ষা করছেন? অপেক্ষার চেয়েও বেশি, আপনার এই ছোটদের অটল বিশ্বাস থাকতে হবে। তাই আগে বিশ্বাসের জানালা খুলে দিন! কে জানে? এমনকি ঈশ্বর আমাদেরকে কাক হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন যাতে একজন অভাবী কাউকে আশীর্বাদ করতে পারি। তাই প্রস্তুত থাকুন, বন্ধুরা! আমাদের পরবর্তী সংস্করণে দেখা না হওয়া পর্যন্ত ।

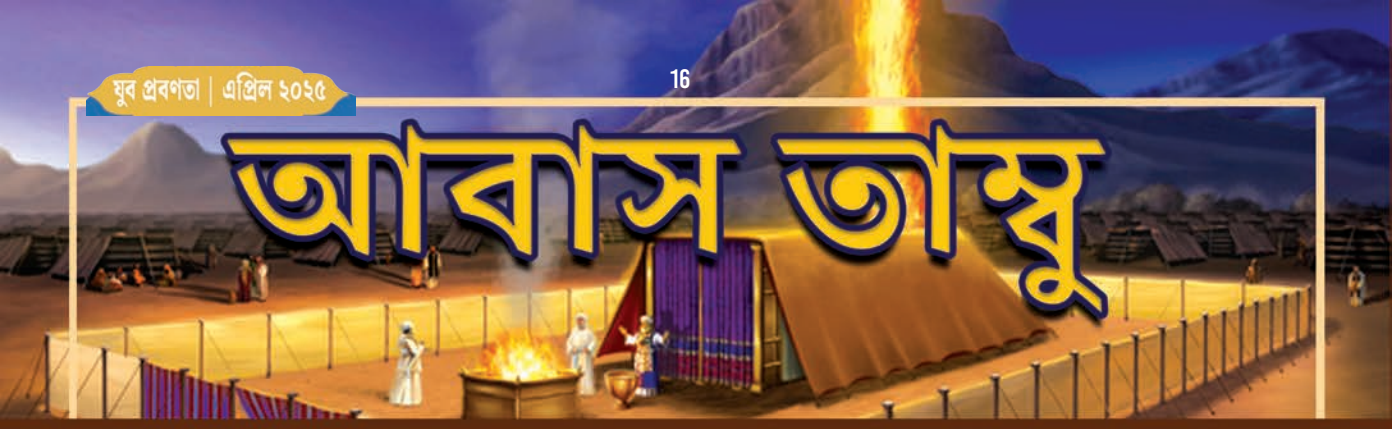

আবাস তাম্বু

সবচেয়ে পবিত্র স্থান

বিগত মাসে, আমরা আবাস তাম্বুর মধ্যে পবিত্র স্থান এবং এর তিনটি পবিত্র উপাদান অন্বেষণ করেছি। এই মাসে, আসুন সবচেয়ে পবিত্র স্থানের ঐশ্বরিক রহস্যের গভীরে ধাপে ধাপে যাই, এর তাৎপর্য, পবিত্র বিষয়বস্তু এবং গভীর সত্য উন্মোচন করি।

সবচেয়ে পবিত্র স্থানের আয়তন

পরম পবিত্র স্থানটি ছিল একটি নিখুঁত বর্গাকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতায় ১৫ হাতের পরিমাপ- ঐশ্বরিক পরিপূর্ণতার প্রতীক (প্রকাশিত বাক্য ২১:১৬)। ঠিক যেমন নতুন জেরুজালেমকে একটি ত্রুটিহীন স্কোয়ার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি পার্থিব প্রতিবিম্ব এই স্বর্গীয় নকশার প্রতিফলন করেছে।

বিচ্ছেদের পর্দা (যাত্রা পুস্তক ২৬:৩১-৩৩)

নীল, বেগুনি ও লাল রঙের সুতা এবং সূক্ষ্ম-দুটো লিনেন দিয়ে বোনা একটি চমৎকার ঘোমটা, করুবিম দ্বারা সজ্জিত, পবিত্র স্থানটিকে পরম পবিত্র স্থান থেকে পৃথক করেছিল। সোনা দিয়ে মোড়ানো চারটি বাবলা কাঠের স্তম্ভের উপর ঝুলানো, এটি একটি পর্দার চেয়েও বেশি ছিল-এটি একটি পবিত্র সীমানা ছিল, শুধুমাত্র মহাযাজক বছরে একবার প্রবেশ করতে পারত।

পবিত্রতা এবং ঐশ্বরিক আদেশের যথাযথ আনুগত্য ছাড়া, ভিতরে পা রাখার অর্থ তাৎক্ষণিক মৃত্যু হতে পারে। পর্দা ঈশ্বরের অগম্য পবিত্রতার প্রতীক। যাইহোক, যীশু যখন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, তখন মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে গিয়েছিল (মথি ২৭:৫; লূক ২৩:৪৫), ইঙ্গিত করে যে খ্রীষ্ট তাঁর চূড়ান্ত বলিদানের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আমাদের জন্য প্রবেশের পথ খুলে দিয়েছিলেন।পর্দা চিরে গিয়েছিল কারণ যীশু তাঁর মূল্যবান রক্ত পাত করেছিলেন, পাপের চূড়ান্ত মূল্য পরিশোধ করেছিলেন। ঠিক যেমন মানুষ স্ব-ইচ্ছার মাধ্যমে পড়ে, খ্রীষ্ট নিজের উপর পাপ বহন করেছিলেন, ক্রুশে তাঁর মাংস ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল (ইব্রীয় ১০:১৯)।

সবচেয়ে পবিত্র স্থানের ভিতরে কি ছিল?

সাক্ষ্য সিন্দুক (যাত্রাপুস্তক ২৫: ১০-১৫)

বাবলা কাঠ থেকে তৈরি এবং খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়ানো, সিন্দুকটির দৈর্ঘ্য ২.৫ হাত, ১.৫ প্রস্থ এবং উচ্চতা। এর দুপাশে সোনার কড়াই বাঁধানো হয়েছিল, যাতে খুঁটি ঢুকিয়ে দিয়ে বহন করা যায়। ভিতরে তিনটি পবিত্র জিনিস ছিল: সোনার মান্নার পাত্র, হারোণের লাঠি এবং সাক্ষ্য-ফলক।

পাপাবরণ

সিন্দুকের উপরে একটি শক্ত সোনার আবরণ স্থাপন করা হয়েছিল (যাত্রা পুস্তক ৪০:২০), এবং ঈশ্বরের আসন ছিল যেখানে ঈশ্বর ঘোষণা করেছিলেন, "আমি ঈশ্বরের আসনের উপরে একটি মেঘের মধ্যে উপস্থিত হব" (লেবীয় ১৬:২)। দু'টি স্বর্গীয় দূত উভয় পাশে দাঁড়িয়েছিল, এবং তাদের মধ্য থেকে ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করেছিলেন।

কিভাবে একটি পবিত্র ঈশ্বর পাপী মানুষের মধ্যে বাস করতে পারে? উত্তরটি প্রায়শ্চিত্তের বলিতে নিহিত ছিল। করুণার আসনে ছিটিয়ে দেওয়া রক্ত ঈশ্বরকে তাঁর লোকেদের মধ্যে বাস করার অনুমতি দিয়েছিল (লেবীয় ১৬:২)। এই রক্ত ঈশ্বরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে থাকতে সক্ষম করেছিল যারা বিশ্বাসে তাঁর কাছে আসে (রোমীয় ৩:২৬)

স্বর্গীয় দূত (যাত্রাপুস্তক ২৫:১৮-২০)

দুটি স্বর্গীয় দূত, খাঁটি সোনার হাতুড়ি, পাপাবরণের উভয় প্রান্তে দাঁড়িয়ে, ডানাগুলি একে অপরের মুখোমুখি হয়ে স্পর্শ করে থাকবে। শুধুমাত্র মহাযাজকই তাদের দেখতে পারতেন। তাদের উপস্থিতি ঐশ্বরিক সুরক্ষার প্রতীক, স্মরণ করে যে কীভাবে ঈশ্বর জীবন বৃক্ষ রক্ষা করার জন্য স্বর্গ দূতদের স্থাপন করেছিলেন (আদিপুস্তক ৩:২৪)। পর্দা এবং স্বর্গ দূত, উভয়ই মানবতাকে তার পাপপূর্ণ অবস্থার কথা মনে করিয়ে দিত।

কেন সবচেয়ে পবিত্র স্থান?

ঈশ্বর ঘোষণা করেছিলেন, "সেখানে, করুবদের মধ্যে ঈশ্বরের আসনের উপরে, আমি তোমার সাথে দেখা করব এবং ইস্রায়েলীয়দের জন্য আমার আদেশ দেব"" (যাত্রাপুস্তক ২৫:২২)। সবচেয়ে পবিত্র স্থান যেখানে ঐশ্বরিক উপস্থিতি মানবতার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল, যেখানে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল এবং তাঁর নির্দেশাবলী প্রকাশিত হয়েছিল।

এখন আপনি সবচেয়ে পবিত্র স্থানের তাৎপর্য ঝলক পেয়েছেন - এর উদ্দেশ্য, প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা এবং পবিত্র বিষয়বস্তু। কিন্তু আরো আছে! পরের মাসে, আমরা আবাস তাম্বুর আকর্ষণীয় বিবরণ অন্বেষণ করব। সঙ্গে থাকুন!

প্রেমের উদাহরণ

হ্যালো বন্ধুরা! কেমন আছেন সবাই? আশা করি জীবন দুর্দান্ত যাচ্ছে! ইদানীং, একটি বিশেষ প্রবণতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। "তোমার বয়ফ্রেন্ড কেমন আছে?" অথবা "তোমার গার্লফ্রেন্ড কেমন আছে?" একটি সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে। আজকের যুবক/যুবতীদের মধ্যে, একটি প্রেমিক বা বান্ধবী থাকা প্রায়ই একটি স্ট্যাটাস প্রতীক হিসাবে দেখা যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত, খ্রিষ্টিয় যুবক সহ অনেকেই এই মায়াজালে ধরা পড়েছে। ফলস্বরূপ, অগণিত তরুণ-তরুণী তাদের পড়াশোনা, ভবিষ্যত, এমনকি কর্মজীবনের সুযোগের প্রতি মনোযোগ হারাচ্ছে।

প্রেম, এই পৃথিবীতে দেখা যায়, তিনটি রূপে আসে:

১. ঐশ্বরিক প্রেম: প্রেমের সর্বোচ্চ রূপ (আগাপে) যা ধার্মিক এবং অধার্মিক উভয়ের প্রতিই দয়া দেখায়। এই প্রেম আমরা বাইবেলে দেখতে পাই।

২. লেনদেনমূলক ভালবাসা: একটি "দেওয়া এবং নেওয়া" ধরণের ভালবাসা, যেখানে ভালবাসা আসে শুধুমাত্র পাওয়াতে। এটাই সেই ভালোবাসা যা পার্থিব মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান।

৩. প্রতারণামূলক প্রেম: একটি আত্মকেন্দ্রিক প্রেম, ব্যক্তির লাভের দ্বারা চালিত। এই ধরনের প্রেমে লুকানো এক পরিকল্পনা এবং কৌশলে ভরা থাকে।

অনেক তরুণ-তরুণী আজ প্রতারণামূলক প্রেমের মায়ায় আটকা পড়ে, নিজের অজান্তেই সেই প্রক্রিয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন ঐশ্বরিক প্রেম আমাদের হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া হয়, তখন আমরা, খ্রিষ্টান যুবক হিসেবে, আমাদের জীবনে খ্রীষ্টকে সত্যিকার অর্থে প্রতিফলিত করতে পারি। আমরা প্রায়শই যে রোমান্টিক প্রেমের কথা কল্পনা করি তা ক্ষণস্থায়ী - এটি বাহ্যিক সৌন্দর্য, কবজ এবং বক্তৃতার উপর নির্মিত, কিন্তু বাস্তবে, এটি প্রায়শই নিছক আকাঙ্ক্ষায় নিহিত। সাবধান!

পৌল তীমোথিয়কে আন্তরিক উপদেশ দিয়ে সতর্ক করেছেন: " প্রেমে সজাগ হও, আমার প্রিয় সন্তান।" আসুন এটিকে হৃদয়ে নিই এবং সত্যিকার অর্থে সহ্য করে এমন প্রেমে হাঁটুন!

শাস্ত্রে, আমরা ঈশ্বরের দ্বারা অভিষিক্ত একজন যুবক শিমসনের সম্বন্ধে পড়ি। তবুও, তিনি বিশ্বের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, বিদেশী একজন মহিলার জন্য পড়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তার অভিষেক হারিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বর তার জন্য নির্ধারিত ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য পূরণ করার আগেই তিনি মারা যান।

আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, আজকে কোন ধরনের ভালবাসা তোমাদেরকে বেঁধে রেখেছে? আমাদের যৌবনে আমরা যে-সব বড় পরীক্ষার মুখোমুখি হই তা প্রায়ই হৃদয়ের বিষয়গুলো থেকে আসে । আমরা প্রেমে যে পছন্দগুলি করি তা আমাদের জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে সঠিক প্রেম বেছে নেওয়া আশীর্বাদ নিয়ে আসে, যখন ভুল প্রেম বেছে নেওয়া হয় , তখন ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

আমায় আপনাকে এটি বলতে দিন: আপনি যদি আপনার যৌবনকালে প্রভুর প্রতি আপনার গভীরতম ভালবাসা স্থাপন করেন, আপনার বন্ধুত্ব হবে স্বাস্থ্যকর, আপনার সম্পর্কগুলি ঐশ্বরিক জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হবে এবং আপনার প্রয়োজনগুলি স্বয়ং ঈশ্বরই পূরণ করবেন। যখন তিনি আপনার প্রথম প্রেম, তিনি সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তিকে আপনার জীবনে নিয়ে আসবেন। কিন্তু আপনি যদি বিষয়গুলো নিজের হাতে তুলে নেন, তাহলে আপনি তার নিখুঁত পরিকল্পনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেন।

থামুন এবং আপনার হৃদয় পরীক্ষা করুন-আপনি কাকে ভালোবাসেন এবং আপনি কী ধরনের প্রেম ধরে রাখেন? আপনি যদি ঈশ্বরের সন্তান হন, তাহলে পবিত্র আত্মা আপনার কাছে সেই সম্পর্ক প্রকাশ করবেন যা আপনার জন্য নয়। সতর্ক থাকুন, আমার বন্ধুরা! ঐশ্বরিক প্রেম শাশ্বত-এটি স্বর্গে অনন্ত জীবনের দিকে পরিচালিত করে। যখন আপনার ভালবাসা ঈশ্বরের মধ্যে নিহিত থাকে, তখন আপনি অন্যদের জন্য আশীর্বাদ, বিশ্বের জন্য একটি সাক্ষ্য এবং খ্রীষ্টের ভালবাসার প্রতিফলন হবেন।

সুতরাং, আজ ঐশ্বরিক প্রেম অনুসরণ সম্পর্কে উদ্দিষ্ট হন। আপনার হৃদয় রূপান্তরিত হোক, এবং আপনার প্রবণতা এই দিন থেকে আগামীদিনে স্বর্গীয় প্রেমে পূর্ণ হোক। প্রভু আপনার সাথে থাকুন!

পুনরুজ্জীবনের বীজ

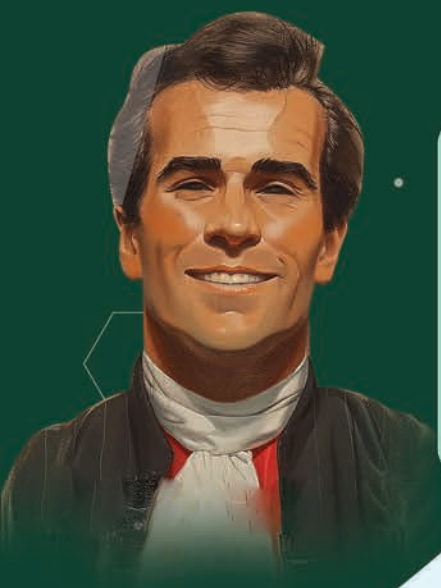

ডেভিড ব্রেইনার্ড ২০ এপ্রিল, ১৭১৮ সালে, হাডাম, কানেকটিকাট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার পরিবারের নয় সন্তানের মধ্যে ষষ্ঠ ছিলেন। তার জীবনের প্রথম দিকে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল। তিনি নয় বছর বয়সে তার বাবাকে এবং মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তার মাকে হারান। এই ক্ষতিগুলি তাকে দুঃখে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল এবং অল্প বয়স থেকেই মৃত্যুর গভীর ভয় গ্রাস করেছিল। ফলস্বরূপ, তিনি শৈশবের আনন্দ ছাড়াই, কৌতুক ও আনন্দ ছাড়াই বেড়ে ওঠেন। সান্ত্বনা খোঁজার জন্য, তিনি পার্থিব আনন্দের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন, শুধুমাত্র অপরাধবোধ এবং অভ্যন্তরীণ অশান্তি দ্বারা জর্জরিত থাকার জন্য।

এক রবিবার সকালে, ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর ক্রোধ তার হৃদয়কে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছিল। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তিনি সারাদিন উপবাস ও প্রার্থনা করেছিলেন তার পাপের ভার নিয়ে যুদ্ধ করতে। যখন তিনি অনুতাপে ভরা হৃদয় ঈশ্বরকে দিয়েছিলেন, তখন ঈশ্বরের করুণা তাকে আলিঙ্গন করেছিল, তার হৃদয় কে একটি অক্ষয় শান্তি দিয়ে পূর্ণ করেছিল।

২১ বছর বয়সে, তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইয়েলে কলেজে ভর্তি হন। যাইহোক, অসুস্থতার কারণে, তিনি তার শিক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হন। ১৭৪২ সালে, এবেনেজার পেম্বারটনের একটি শক্তিশালী প্রচার তার মধ্যে একটি অগ্নি প্রজ্বলিত করে – স্থানীয় আমেরিকানদের কাছে সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার আহ্বান তিনি পান। প্রচার শুনতে শুনতে ব্রেইনার্ডের হৃদয় একটি ঐশ্বরিক বোঝায় জ্বলে উঠল। তিনি সমস্ত জাগতিক আরাম-আয়েশকে পিছনে ফেলে, কষ্টকে আলিঙ্গন করার সংকল্প করেছিলেন -এমনকি প্রয়োজনে মৃত্যুও-অপ্রাপ্তদের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য গড়ে তুলতে।

তার আহ্বান নিশ্চিত করে, তিনি স্কটল্যান্ডের একটি মিশনারি সংস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন যারা স্থানীয় আমেরিকানদের কাছে মিশনারি পাঠাচ্ছিল। বিনা দ্বিধায়, তিনি তাদের মিশনে যোগ দিয়েছিলেন,

খ্রিস্টের আলো মরুভূমিতে বহন করতে প্রস্তুত, মূল্য যাই হোক না কেন।

তিনি নিউইয়র্কের কৌনামীকে থেকে যান, ভাষা শেখার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। জন সার্জেন্টের নির্দেশনার অধীনে, তিনি মিশনের বিভিন্ন দিক এবং এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গভীর অনুধ্যান অর্জন করেছিলেন। স্থানীয় আমেরিকানদের মধ্যে কৌনামেকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তার মিশন কাজ শুরু করার জন্য।

তার দিন শুরু হত ভোরের আগে, প্রার্থনা এবং ধ্যানে মগ্ন, আদিবাসীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার আগে তিনি নিজের হৃদয়কে প্রস্তুত করতেন। তাঁর মিশনারি যাত্রা ছিল অপরিসীম কষ্টে ভরা। রাতে, তিনি খড়ের স্তর দিয়ে স্তূপ করা অস্থায়ী বিছানা-কাঠের তক্তায় বিশ্রাম নিতেন। রুক্ষ ভূখণ্ড এবং রূঢ় অবস্থার দ্বারা আতঙ্কিত, তিনি খ্রিস্টের বার্তা ভাগ করার জন্য অক্লান্তভাবে দীর্ঘ দূরত্ব হাঁটতেন। কষ্ট ছিল তার নিত্যসঙ্গী। এমনকি রুটির মতো ছোট কিছুর জন্য ১৫ মাইল হাঁটতে হত, যা তাকে স্থানীয় আমেরি-কানদের খাদ্যভ্যাস গ্রহণ করতে প্ররোচিত করে।

তিনি যেখানেই প্রচার করতেন সেখানেই তিনি হৃদয়কে অশ্রুসিক্ত করতেন। লোকেরা শুনত, গভীরভাবে নিজেদের অপরাধকে অনুভব করত এবং আন্তরিকতার সাথে খ্রীষ্ট-কে আলিঙ্গন করেছিল। এমনকি শিশুদেরকেও তার বার্তা স্পর্শ করেছিল। কিছু শ্বেতাঙ্গ বসতিকারী, কৌতূহলী এবং সন্দেহপ্রবণ, প্রথমে তাকে পাগল ভেবে তার কাছে আসে। তবুও, তার কথা শুনে, তারাও পরিবর্তন হয়েছিল। এক সপ্তাহে, পঁচিশ জন লোক সাহসের সাথে প্রভুকে স্বীকার করেছিল এবং তাদের জীবন চরিত্রে পরিবর্তিত হয়েছিল।

১৭৪৫ সালে, ক্রসউইকস নামক একটি স্থানে একটি মহান আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটেছিল। মাত্র দেড় বছরের মধ্যে 150 জন বিশ্বাসে বৃদ্ধি হয়েছিল। তিনি যেখানেই গিয়েছিলেন, তিনি গির্জা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, ভয় পায় যে তিনি স্থানীয়দের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করছেন এবং তাদের শাসনের বিরুদ্ধে কাজ করাচ্ছেন , তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার উপায় খুঁজছিলেন। তবুও, কোনো পরিকল্পনা বা বিরোধিতা তার মিশনে বাধা দিতে পারেনি।

১৭৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে, তিনি প্রচন্ড মৃদু কাশি এবং জ্বরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তার শরীরে অত্যধিক ব্যথা অনুভব করেন। সেই দুর্বল অবস্থায়ও,

তিনি স্থানীয়দের মধ্যে প্রচার কাজের জন্য হেঁটে যেতেন। যদিও তিনি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যেখানে তিনি উঠতে, হাঁটতে, পড়তে বা লিখতে পারতেন না, তার আত্মা অবিচল, উদ্যম এবং আনন্দে পূর্ণ ছিল। ডাক্তাররা যখন জানান যে তার যক্ষ্মা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং বেঁচে থাকা অসম্ভব, তখনও তিনি শান্ত ছিলেন, এক অদম্য আনন্দ এবং উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে।

পাঁচ বছরের অক্লান্ত মিশনারি কাজের পর- ১৯সপ্তাহ শয্যাশায়ী কাটিয়েছিলেন । তিনি ২৯ বছর বয়সে ৯ই অক্টোবর, ১৭৪৯-এ অনন্তকালের জন্য নিদ্রাগত হন।

প্রিয় তরুণেরা, অসুস্থতা, কষ্ট বা তাড়না যেন ঐশ্বরিক আহ্বানের প্রতি আপনার অঙ্গীকারকে বাঁধা না দেয়! আদিবাসীদের জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি থেকে , ভারাক্রান্ত হৃদয় গুলিকে জয় করার জন্য এই যুবক, সমস্ত আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে, একটি অপরিচিত দেশে পুনরুজ্জীবনের বীজ বপন করার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আপনার চিন্তা কি? আপনি কি আমাদের দেশের মানুষের জন্য বোঝা বহন করবেন? আপনি কি অটল ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াবেন? ঈশ্বরের হৃদস্পন্দন বুঝতে এবং তাঁর মহান মিশনে নিজেকে উৎসর্গ করবেন?

আমি একজন প্রার্থনা যোদ্ধা

আমার প্রিয় যুবকরা, আমাদের প্রভু যীশুর মূল্যবান নামে তোমাদের অভিবাদন জানাই! গত মাসে, "আমি একজন প্রার্থনা যোদ্ধা" বিষয়ের অধীনে, আমরা সখরিয় তার অবিরাম প্রার্থনার মাধ্যমে আশীর্বাদ পেয়েছিলেন সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছিলাম।

এই মাসে, আসুন আমরা ধ্যান করি

অশ্রুজলের প্রার্থনা!

ইফ্রয়িমের পার্বত্য অঞ্চলে রামাথাইম নামে একটি শান্ত গ্রাম ছিল, যেখানে এলকানা নামে এক ব্যক্তির বাড়ি ছিল। তার নামের অর্থ "ঈশ্বরের কর্তৃত্ব। " ইল্কানার দুই স্ত্রী ছিল- হান্না ও পনিন্না। পনিন্না যখন দশটি সন্তানের জন্ম দ্বারা আশীর্বাদিত হয়েছিলেন, তখন হান্নার কোনো সন্তান ছিল না (১ শমূয়েল ১:২,৮)।

কে বিলাপ করেছিল? কেন সে কাঁদল? কোন পরিস্থিতিতে বিলাপ করেছিল? তার প্রার্থনার উত্তর পেয়েছিল?

প্রতি বছর, ইল্কানা তাঁর দুই স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করার জন্য ইফ্রয়িমের পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত একটি জায়গা শীলোতে নিয়ে যেতেন। শিলো নামের অর্থ হল "বিশ্রামের স্থান", একটি আশ্রয়স্থল যেখানে কেউ নিভৃতে, আরাধনা করতে এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি খুঁজতে পারে। তবুও, এমনকি ভক্তির জন্য এই পবিত্র যাত্রার মধ্যেও, হান্না কোন শান্তি পায়নি।

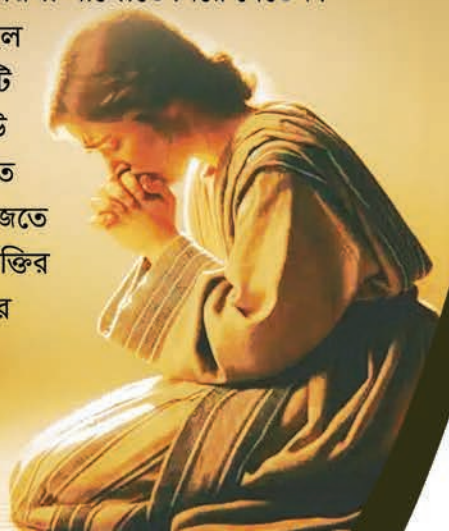

প্রতি বছর, ইল্কানা তাঁর দুই স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করার জন্য ইফ্রয়িমের পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত একটি জায়গা শীলোতে নিয়ে যেতেন।

শিলো নামের অর্থ হল "বিশ্রামের স্থান", একটি আশ্রয়স্থল যেখানে কেউ নিভৃতে, আরাধনা করতে এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি খুঁজতে পারে। তবুও, এমনকি ভক্তির জন্য এই পবিত্র যাত্রার মধ্যেও, হান্না কোন শান্তি পায়নি।

পনিন্নাহ, এলকানার অন্য স্ত্রী, তাকে আবার নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কার করেছিলেন, নিষ্ঠুরভাবে সেই এক দুঃখকে তুলে ধরেন যা হান্নার হৃদয়ে তার বন্ধ্যাত্বকে সবচেয়ে ভারী করে তোলে (১ শমূয়েল ১:৬)। তার কথাগুলো তীরের মতো, হান্নার আত্মাকে বিদ্ধ করেছিল, তাকে যন্ত্রণায় বেঁধে রেখেছিল। শোকে অভিভূত, তিনি তার ক্ষুধা হারিয়ে ফেলেন এবং অঝোরে কাঁদতে থাকেন, যে দুঃখ তাকে গ্রাস করেছিল তা ধরে রাখতে না পেরে।

ইল্কানা তার স্ত্রীকে তুচ্ছ করেন না; বিপরীতে, তিনি তাকে গভীর-ভাবে ভালোবাসতেন এবং তাকে দ্বিগুণ অংশ দিয়েছিলেন। তবুও, তার কোমল কথা সত্ত্বেও "কেন তুমি কাঁদছ? কেন তুমি খাও না? কেন তোমার মন খারাপ?"- তার আত্মা কোন সান্ত্বনা পেল না। তিনি অসংখ্যবার শিলোতে এসেছিলেন-

আগে, কিন্তু এই সময় ছিল ভিন্ন। অটল সংকল্পের সাথে, তিনি স্থির করেছিলেন যে তিনি প্রভুর কাছ থেকে অলৌকিক ঘটনা না পাওয়া পর্যন্ত বাড়ি ফিরবেন না।

সর্বশক্তিমানের উপস্থিতিতে, তিনি তার হৃদয়ের বোঝা ঢেলে দিয়েছিলেন, তিক্তভাবে কাঁদতে কাঁদতে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন "হে সর্বশক্তিমান প্রভু (যিহোবা সাবাথ), যদি আপনি আমাকে একটি পুত্র দান করেন..." তিনি দীর্ঘ সময় ধরে প্রার্থনায় স্থির ছিলেন, তার প্রার্থনার গভীরতায় তিনি নিমগ্ন ছিলেন।

দূর থেকে, মহাযাজক এলি তাকে লক্ষ্য করলেন। তার ঠোঁটের নীরব নড়াচড়া এবং তার মুখের যন্ত্রণার ভুল বিচার করে তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি নিশোগ্রস্ত-বপেরোয়াভাবে ঈশ্বরের ঘরে বড়িবড়ি করছে। তার ব্যথা না বুঝে, তিনি তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি আর কতদিন মাতাল থাকবে? তুমি মদ খাওয়া বাদ দাও" (১শমূয়েল ১:১৪)।

এমনকি একজন মহাযাজক হিসেবেও এলি তার দুঃখের গভীরতা উপ-লব্ধি করতে ব্যর্থ হন। ইস্রায়েলের বিচারক হিসাবে তার চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, তিনি হিতাশ হৃদয়ের আর্তনাদকে বুঝতে পারেননি। পনিন্নাহর ব্যথা কেবল তিনি বাড়িয়েছিলেন।

তার দুঃখে একা, সে নিশ্চিয়ই কেঁদেছে এই ভেবে, "আমাকে সত্যিকার অর্থে বোঝে এমন কেউ কি নেই?"

কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষ যেভাবে দেখে তিনি সেইভাবে দেখেন না। তিনি বাহ্যিক চেহারার বাইরে দেখেছিলেন-

হান্নার দুঃখ এবং আকাঙ্ক্ষা। তিনি তাঁর পায়ে, তার চোখের জল

দিয়ে বোনা অশ্রুজলের প্রার্থনা শুনেছিলেন এবং তাকে একটি পুত্র- শমূয়েল দান করেছিলেন। এমনকি আজ অবধি, শমূয়েল, অশ্রুসিক্ত মনিতি থেকে জন্ম নেওয়া শিশুটির কথা বলা, প্রচার করা এবং স্মরণ করা হয়।

হান্নার আন্তরিক প্রার্থনার উত্তরে, ঈশ্বর শমূয়েলকে ১৭ তম প্রজন্মে একাধিক ঐশ্বরিক ভূমিকা পালন করার জন্য তাকে উত্থাপন করেছিলেন:

১. একজন লেবীয়,

২. একজন পুরোহিত,

৩. একজন মহাযাজক,

৪. একজন প্রধান মহাযাজক,

৫. একজন ভাববাদী,

৬. ভাববাদীদের নেতা

৭. একজন বিচারক,

৮. যিনি রাজাদের অভিষিক্ত করেছেন।

ঈশ্বরের প্রিয় সন্তানরা, আপনি কি আজ অন্যদের দ্বারা অপমানিত বোধ করছেন? আপনি কি প্রভুর সামনে আপনার অশ্রু নিবেদন করেও অনেক বছর দূরে হয়ে গেছে? সর্বশক্তিমান প্রভুর দিকে আপনি তাকান। যে ঈশ্বর হান্নার কান্না দেখেছেন তিনি আপনারও দেখেছেন। তিনি আপনার তিরস্কারকে সাক্ষ্যে পরিণত করবেন এবং আপনাকে পরিমাপের বাইরে আশীর্বাদ করবেন!

মহাকাশ বিজয়ী

প্রিয় তরুণ অর্জনকারীরা, আপনাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা!
আমাদের দেওয়া প্রতিটি মুহূর্তকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করি তা আমাদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করে। আমরা যদি আজ নিষ্ক্রিয় থাকতে পছন্দ করি, তাহলে আগামীকাল আমরা কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হব। তবে আমরা যদি এখন কঠোর পরিশ্রম করি তাহলে সামনের দিনগুলোতে সাফল্য আমাদের কাছে পুরস্কার হিসেবে আসবে। এখানে একজন মানুষের অনুপ্রেরণাদায়ক জীবন কে জানবো, যিনি তার সময় কে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন এবং মহান উচ্চতায় উঠেছেন।

লিনাড়ুর কন্যাকুমারীর কাছে একটি বিনিয়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ভি. নারায়ণন। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। এমনকি শৈশব বয়সেই তিনি শিক্ষার প্রতি একটি ব্যতিক্রমী আবেগ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি একটি সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন এবং পরে একটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় থেকে দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান অর্জন করেন। তার অধ্যয়ন বিষয়ক শ্রেষ্ঠত্ব তাকে একটি সরকারি পলিটেকনিক কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা করার পথ প্রশস্ত করে দেয়। তার অসামান্য কর্মক্ষমতা তাকে ISRO (ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা) এ কাজ করার সুযোগ এনে দেয়। মাত্র ২০ বছর বয়সে, তিনি ISRO-তে প্রযুক্তিবিদ হিসাবে তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন।

চাকরির প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও, নারায়ণন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন, শেষে পর্যন্ত পিএইচডি অর্জন করেন মহাকাশ প্রকৌশলে। ISRO-তে যোগদানের আগে, তিনি তার পরিবারকে সমর্থন করার জন্য এবং তার ছোট ভাইয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়নের অর্থের জন্য দুই বছর ব্যাক্তিগত খামারে কাজ করেছিলেন। যাইহোক, তার চূড়ান্ত স্বপ্ন ছিল রকেট বিজ্ঞানে অসাধারণ অবদান রাখা। নিরলস নিবেদন এবং অধ্যবসায়ের সাথে, তিনি ISRO-এর পদে আরোহণ করেছিলেন। আজ তিনি একজন সম্মানিত চেয়ারম্যান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

তার অটল প্রতিশ্রুতি এবং দক্ষতা তাকে সম্মানজনক প্রশংসা অর্জনে সাহায্য করেছে, যার মধ্যে রয়েছে আইআইটি খড়গপুর থেকে রৌপ্য পদক এবং ভারতের মহাকাশচারী সমিতি থেকে স্বর্ণপদক।

শৈশবে কেরোসিন বাতির আবছা আলোর নিচে পড়াশুনা থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বকে আলোকিত করা পর্যন্ত ভি. নারায়ণনের যাত্রা সত্যিই অসাধারণ। তার গল্প প্রমাণ করে যে বাধা-বিপত্তি যতই থাকুক, অধ্যবসায় স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে।

সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনের জন্য এটি পড়া প্রয়োজন-আজ থেকে আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া শুরু করুন! বিলম্ব কেবল আপনার সাফল্য অন্য কারো হাতে তুলে দেয়। আপনি বিজয় দাবি করবেন নাকি এটিকে পতন হতে দেবেন তা সম্পূর্ণ আপনার হাতে। তাই স্বপ্ন দেখার সাহস করুন, নিরলসভাবে সংগ্রাম করুন, এবং বিশ্বকে আপনার উজ্জ্বলতার সাক্ষী হতে দিন!

খ্রীষ্টীয় ধর্ম

হ্যালো, প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

যেহেতু শাস্ত্র বলে, "প্রাচীন পথের জন্য জিজ্ঞাসা করুন এবং সেগুলিতে চলুন," আমরা অতীতে খ্রিস্টধর্ম কীভাবে ছিল এবং কীভাবে তা আজ আধুনিক হয়েছে তার আলোচনা করেছি।

এখনকার সময়ে বিতর্কের একটি বিষয় হল মাথা ঢেকে রাখার অভ্যাস (স্কার্ফ)। একটা সময় ছিল যখন একটি গির্জায় পা রাখার অর্থ ছিল প্রতিটি মহিলাকে মাথা ঢেকে রাখা, যা শ্রদ্ধার একটি চিহ্ন এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বহন করেছে। ছোট বাচ্চারা, তাদের মা-বোনদের মাথা ঢেকে রাখার অভ্যাস দেখে, স্বাভাবিকভাবেই তা অনুসরণ করেছিল।

কিন্তু আজ, যখন আমরা একটি গির্জায় প্রবেশ করি, তখন আমরা একটি মিশ্রণ দেখতে পাই- কেউ কেউ মাথা ঢেকে রাখে, অন্যরা বিভিন্ন শৈলী এবং ফ্যাশনের জটিল চুলের ভঙ্গী প্রদর্শন করে।

এটা অনস্বীকার্য যে ঈশ্বর নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমান হিসেবে দেখেন। যাইহোক, কেউ কেউ যুক্তি দিতে যে গির্জায় মাথা ঢেকে রাখা এই লিঙ্গ সমতাকে ব্যাহত করে। অন্যদিকে, কেউ কেউ এটিকে গভীর শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি হিসেবে দেখেন এবং জোর দিতে যে যারা তাদের মাথা না ঢেকে গির্জার ভিতরে প্রবেশ করে, তাদের গির্জার ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে, এমনকি পশ্চিমা গীর্জাগুলিতেও, মহিলারা সাধারণত শালীনতার চিহ্ন হিসেবে টুপি বা স্কার্ফ দিয়ে তাদের মাথা ঢেকে রাখতেন। তবুও, আজ, ১ করিন্থিয় ১১:৪-৫ প্রায়ই বিতর্কে উদ্ধৃত করা হয় যে এই অভ্যাসটি পুরানো বা আধুনিক লিঙ্গ সমতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

ব্যক্তিগতভাবে, আমি মথি ১৮:৭-৯-এ নির্দেশিকা খুঁজে পাই, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের চেহারা তা আমাদের চুল বা আনুষাঙ্গিকই হোক না কেন, তা অন্যদের কাছে কখনই হোঁচট খাওয়ার কারণ যেন না হয়।

প্রতিটি জাতির নিজস্ব রীতিনীতি আছে। ইংল্যান্ডে, লোকেরা যখন রানীর সাথে দেখা করে, তারা সামান্য ধনুক দিয়ে তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। আরব দেশগুলিতে, সম্মানের অঙ্গভঙ্গি হিসেবে রাজকীয় যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানানোর একটি নির্দিষ্ট রীতি রয়েছে। একইভাবে, যীশু খ্রিস্ট রাজাদের রাজা, স্বর্গের প্রভু। তাহলে কি তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করা উচিত নয়?

মাথা ঢেকে রাখা ঠিক না ভুল তা নিয়ে বিতর্ক করার পরিবর্তে, যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন তাঁর গৌরব করার দিকে আমাদের মনোযোগ দিই। পবিত্রতায় পরিধান করুক আমাদের আরাধনা। "পবিত্রতার সৌন্দর্যে প্রভুকে উপাসনা কর" (গীতসংহিতা ৯৬:৯)।

প্রার্থনা নির্দেশিকা

এপ্রিল ২০২৫

ভারতে দারিদ্র্যতা

৫১.৯% দারিদ্র্যের হার সহ, বিহার ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র রাজ্য হিসাবে দাঁড়িয়েছে, গুরুতর অর্থনৈতিক কষ্টের সাথে লড়াই করছে। ঝাড়খন্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের পিছনে রয়েছে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দরিদ্র রাজ্য। এই পর্যায়ের পরের অবস্থানে রয়েছে মেঘালয়। এই বিপত্তি সত্ত্বেও, গোয়ায় দারিদ্র্যের হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থান, যেখানে দারিদ্র্যতা ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। সমস্ত ভারতীয় রাজ্যের মধ্যে, কেরালায় দারিদ্র্যের হার সর্বনিম্ন, এর জনসংখ্যার মাত্র ০.৭১% দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে।

উল্লেখযোগ্যভাবে কম দারিদ্র্যের হার সহ অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে গোয়া (৩.৭৬%), সিকিম (৩.৮২%), তামিলনাড়ু (৪.৮৯%) এবং পাঞ্জাব (৫.৫৯%)।

কৈশোর গর্ভাবস্থা

ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে অনুসারে, ভারতে প্রতি চারজন মহিলার মধ্যে একজন ১৮ বছর বয়সের আগেই বিবাহিত, এবং ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী মেয়েদের৭.৮% হয় গর্ভবতী বা ইতিমধ্যেই মা । তামিলনাড়ুতে, গত পাঁচ বছরে বিবাহিত মহিলাদের গর্ভধারণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও, কিশোরী গর্ভধারণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টগুলি প্রকাশ করে যে কিশোরী গর্ভধারণের সংখ্যা, যা ২০১৯-২০ সালে ১১, ৭২২-এ দাঁড়িয়েছিল এবং ১৪,৩৬০ সার্জড হয়েছিল। ২০২৩-২৪-এ, আরও ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরন্তু, গত বছর, সমস্ত গর্ভধারণের ১.৫% কিশোরী মেয়েদের মধ্যে ছিল।

প্রার্থনার তালিকা

১. প্রাথমিক গর্ভধারণ প্রতিরোধে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন।

২. সেই আত্মাদের জন্য প্রার্থনা করুন যা কামুক আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে এবং প্রার্থনা করুন যাতে অল্পবয়সী মেয়েরা তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে ভয় পায়।.

৩. প্রার্থনা করুন যাতে যুবকরা তাদের যৌবনে প্রভুকে জানতে পারে এবং ঈশ্বরের ভয়ে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

৪. যারা প্রতারণামূলক প্রেমে জড়িয়ে পড়েছে এবং অল্প বয়সে তাদের বিশুদ্ধতা হারিয়েছে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন – যেন তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে পারে এবং মুক্তি পেতে পারে।.

প্রার্থনার তালিকা

১. আসুন আমরা ভারতে দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ নির্মূলের জন্য প্রার্থনা করি।

২. প্রার্থনা করুন যে বিহারের মানুষদের জন্য, সবচেয়ে অনুন্নত রাজ্য, পরিবর্তন অনুভব এবং দারিদ্র্যের সংগ্রামকে অতিক্রম করে যেন আশীর্বাদ পায়।

৩. ঘাটতি ছাড়াই সাশ্রয়ী মূল্যে চাল এবং গমের মতো প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির প্রাপ্যতার জন্য প্রার্থনা করুন।

৪. প্রার্থনা করুন যে ভারত সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে এবং পবিত্র আত্মা ধার্মিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে জাতির নেতাদের নির্দেশনা দেবে।

কৃষি বিভাগ

ভারতে ১১৮ মিলিয়ন কৃষকের বাড়ি, মোট ১৮০ মিলিয়ন হেক্টর কৃষি জমি চাষ করে। বিশ্বব্যাপী, খাদ্য উৎপাদনে ভারত চতুর্থ স্থানে রয়েছে, বার্ষিক ৩৪১ মিলিয়ন টন খাদ্য উৎপাদন করে। গম, চাল ও আখ উৎপাদনে দেশটি বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। ভারতের কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি ৬৪০ মিলিয়ন লোককে কর্মসংস্থান দেয়, তাদের মধ্যে ৮০% সরাসরি কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। যাইহোক, গত কয়েক বছরে, ২২০,০০০ কৃষক ঋণের বোঝা, দারিদ্র্য এবং অন্যান্য দুঃখজনক পরিস্থিতির কারণে দুঃখজনকভাবে তাদের জীবন শেষ করেছে। সঙ্কটের সাথে আরও যোগ করে, প্রতি বছর ৭৪ মিলিয়ন টন খাদ্য নষ্ট হয়ে যায়, যা খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ এবং আশংকাজনক দুর্ভিক্ষের হুমকির জন্ম দিচ্ছে।

প্রার্থনার তালিকা

১. আসুন আমরা ভারতের ১১৮ মিলিয়ন কৃষকদের পরিত্রাণ এবং ঐশ্বরিক বিধানের জন্য প্রার্থনা করি।.

২. আসুন আমরা সরকারের কাছে এমন নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রার্থনা করি যা প্রকৃতপক্ষে কৃষক সম্প্রদায়কে উপকৃত করে এবং উন্নীত করে।

৩. আসুন আমরা কৃষি জমির উপর ঈশ্বরের সুরক্ষা কামনা করি এবং প্রচুর ফসলের জন্য প্রার্থনা করি।

৪. আসুন আমরা আমাদের জাতি থেকে আত্মহত্যার প্রবণতা সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি।

পুলিশ বিভাগ

ভারতে মোট ১৩,৭৬৫টি থানা রয়েছে, যেখানে প্রায় ২ মিলিয়ন পুলিশ কর্মকর্তা সারা দেশে কাজ করছেন। তাদের মধ্যে ২১৫,৫০৪ জন নারী কর্মকর্তা। শুধুমাত্র তামিলনাড়ুতে, ৯৮,০৭৮ জন পুরুষ অফিসার এবং ৭৬,৫৯৯ জন মহিলা অফিসার রয়েছে, যার ফলে মোট ১৩৫,০৪২ জন কর্মী রাজ্যের সুরক্ষা করছেন। তামিলনাড়ুতে ১,৩১২টি পুলিশ স্টেশন রয়েছে, তবুও ৯,৩৬৫টি পদ খালি রয়েছে, নিয়োগের জন্য অপেক্ষা করছে।

প্রার্থনার তালিকা

১. আসুন আমরা ভারত জুড়ে ২.১মিলিয়ন পুলিশ অফিসারদের সুরক্ষা এবং মঙ্গল কামনা করি।

২. প্রার্থনা করুন যেন প্রতিটি অফিসার সততা এবং নিঃস্বার্থতা বজায় রাখে, সততা এবং ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে।

৩. পুলিশ কর্মীদের মানসিক সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করুন, যাতে তাদের চাপ উপশম হয়, কাজের চাপ কমে যায় এবং শূন্য পদ পূরণ হয়।

৪. আসুন আমরা পুলিশ অফিসারদের পরিত্রাণের জন্য এবং বাহিনীর মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক জাগরণের জন্য প্রার্থনা করি।